ইসলামের প্রথম জেহাদ

আজিজুল বান্না

ইসলামের প্রথম জেহাদ

আজিজুল বান্না

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম জেহাদ
আজিজুল বান্না
ই· ফা প্রকাশনা ঃ ২৬৭
ই· সা· কে· চ· প্রকাশনা ঃ ২২

প্রথম প্রকাশ
জুন ঃ ১৯৮০
আষাঢ় ঃ ১৩৮৭
হিজরী ঃ ১৪০০

প্রকাশনায় ঃ
অধ্যাপক আতাউল হক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
রফিক সিদ্দিকী

মুদ্রণে ঃ
মেসার্স সামাদ আর্ট প্রেস
১/১৩, আহসান মঞ্জিল (নওয়াব বাড়ী), ঢাকা-১

মূল্য ঃ ৫·৫০ টাকা।

ISLAMER PRATHAM JEHAD : (First Religious war of Islam)
Written by Azizul Banna and Published by the Islamic cultural centre, Chittagong.
Price Tk : 5·50

www.pathagar.com

আমাদের কথা

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে আজিজুল বারী রচিত ইসলামের প্রথম জেহাদ প্রকাশিত হ'ল। ছোটদের উপযোগী করে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

পবিত্র মক্কাভূমি তথা সমগ্র বিশ্ব যখন কুফরী, শেরেকী, অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই 'আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে অভ্যুদয় ঘটল ইসলামের নবী হজরত মুহম্মদ (দঃ) তিনি যে ধর্ম নিয়ে আসলেন তা হ'ল আল্লাহর ধর্ম ইসলাম। ইসলাম অর্থ 'শান্তি'। কিন্তু, এই শান্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে মহানবী (দঃ) তাঁর সাহাবাদের জেহাদ করতে হয়েছে। আল্লাহর ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের অনেক কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কাফেরদের নৃশংস অত্যাচারও জুলুম সত্ত্বেও মহানবী (দঃ) দমলেন না। মদীনায় হিজরত করে যাবার পর ইসলাম তরুকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে চাইল মক্কার অবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মোনাফেকগণ। কিন্তু আল্লাহ যার সহায়, তাঁর জয় সুনিশ্চিত। মদীনার বুকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র। বহুদিনের ত্যাগ ও সংগ্রামের ফলে এ বিজয় সম্ভব হয়েছে।

'ইসলামের প্রথম জেহাদ' বইটিতে তরুন-তরুনীদের জন্য ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে জেহাদ তারই সুন্দরও সার্থক চিত্রায়ন করেছেন লেখক। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীগণ এতে উপকৃত হবেন বলেই আশা করি।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ইতিহাস মূলতঃ একটি জাতির দর্পণ। ইতিহাসের স্বচ্ছ আয়নাতেই অতীতকে উপলব্ধি করা যায়। আর বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অতীতের সাথে গ্রন্থি রচনা করা সম্ভব না হলে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনা করা সম্ভব নয়। এ জন্যই অতীত ইতিহাসের সোনালী পর্দা উন্মোচন করার প্রয়োজন রয়েছে।

দুঃখের বিষয় এক গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়েও আমরা আজও আমাদের ত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাসকে আমাদের কিশোর তরুণদের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। ফলে আমাদের কিশোর-তরুণরা অতীত সম্পর্কে অজ্ঞ, বর্তমান সম্পর্কে হতাশ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লক্ষ্যহীন হ'য়ে পড়ছে।

এই দুঃখজনক অবস্থা আমার বিবেককে পীড়িত করেছে প্রতিনিয়ত। বিবেকের সেই দাবী পূরণের জন্যই ইসলামী ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ের একটি অংশ থেকে কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় বর্ণনা হলেও আমি চেষ্টা করেছি, বর্ণনা রীতিকে সরস বা আকর্ষণীয় করতে। তাছাড়া, আমি বর্ণনার মধ্যেই আমার প্রয়াসকে সীমিত না রেখে, প্রসঙ্গক্রমে ইসলামের মৌল সত্যের পরিচয় দিতেও চেষ্টা করেছি।

কিশোর-তরুণদেরকে গ্রন্থের বিষয় আনন্দ ও প্রেরণা দিতে সক্ষম হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত—

—লেখক।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১।	গাঢ় আঁধার জমাট বাঁধা	১
২।	সত্যের পয়গাম এলো : আঁধার কেটে গেলো	৬
৩।	বাঁধ না মানা আলোর বন্যা	১০
৪।	হেরার আলো ছড়িয়ে গেলো	১৩
৫।	সত্যের প্রকাশ্য আহ্বান	১৫
৬।	সত্য-মিথ্যার সংঘাত দানা বাঁধছে	১৮
৭।	নির্যাতনের বিভীষিকা শুরু হ'ল	২৪
৮।	শাহাদৎ ছিল কাম্য তাঁদের	২৬
৯।	এ আগুন ছড়িয়ে গেলো	২৮
১০।	প্রত্যক্ষ আঘাত এলো	৩১
১১।	অনিরুদ্ধ আগুনের ফুল্‌কি	৩৫
১২।	সামাজিক বয়কট শুরু হ'ল	৩৯
১৩।	এবার স্বজন হারাবার বেদনা	৪৩
১৪।	তায়েফের রক্ত-ভেজা প্রান্তরে	৪৫
১৫।	মি'রাজের অলৌকিক ঘটনা	৪৮
১৬।	আপন মহিমায় উজ্জ্বল যে সত্য	৫১
১৭।	আকাবার দ্বিতীয় শপথ	৫২
১৮।	হিজরতের প্রস্তুতি চলতে লাগল	৫৪
১৯।	দেশের মায়া ছাড়তে হ'ল	৫৭
২০।	মারহাবা : ইয়া রাসূলুল্লাহ্	৬২
২১।	সীমাহীন ত্যাগের নজীর	৬৫
২২।	ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা	৬৭
২৩।	মদিনার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা	৬৯
২৪।	কোরেশদের উস্কানী	৭০
২৫।	সম্মুখ যুদ্ধের সূচনা	৭১
২৬।	জানবাজ মোজাহিদদের দৃপ্ত শপথ	৭২
২৭।	ধর্মের পথে শহীদ যাহারা	৭৮
২৮।	তোমার পতাকা যারে দাও	৭৯

www.pathagar.com

গাঢ় আঁধার জমাট বাঁধা

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে, আমাদের প্রিয় নবী আল্লাহর নিকট থেকে সত্য প্রচারের দায়িত্ব পাবার আগেই মক্কাবাসীদের কাছে অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি কারও সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেন নি। কাউকে কষ্ট দেন নি। কারও হক নষ্ট করেন নি। কখনও মিথ্যা বলেন নি। তাই মক্কাবাসীরাই বড় সাধ করে মহানবীকে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

শৈশব থেকেই মহানবী (সঃ) একান্ত নিরিবিলিতে বসে ভাবতেন। ভাবতেন, আরববাসীদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে। তারা কত সামান্য ও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করে। আর কাবাঘরে মূর্তি স্থাপন করে তার পূজা করে।

কিন্তু কে তাদের সৃষ্টিকর্তা, কে তাদের পালন কর্তা এ সব নিয়ে তারা এতটুকুও ভাবে না। তারা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তাদের যেতে হবে, এ সব নিয়েও যেন আরববাসীদের কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। ভাল-মন্দের পার্থক্য করতেও যেন তারা ভুলে গেছে।

সে কালে আরববাসীদের কারো কন্যা-সন্তান জন্ম নিলে তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। নারী জাতির সাথেও মানুষের মত ব্যবহার করা হ'ত না। ন্যায়-নীতি-সাধুতা-সত্যবাদিতার কোন বালাই ছিল না। 'জোর যার মুল্লুক তার'—এই ছিল আরবের সাধারণ নিয়ম।

শিশু কাল থেকে যৌবন পর্যন্ত মহানবী (সঃ) এ সব নিজের চোখেই দেখে এসেছেন। দেখে দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর ভাবুক মনকে স্ব-জাতি মক্কাবাসীদের অধঃপতনে বারবার পীড়া দিত। তাঁকে ব্যথিত করত।

মরুদিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, সুউন্নত মস্তকে দাঁড়ানো গৈরিক-বর্ণের পাহাড়—সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা; আর চাঁদ-সুরুয তারকাময় নীল আকাশ,—সবকিছুই যেন কি এক গভীর সত্যের ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। চাঁদ ওঠে,—আবার তলিয়ে যায়। পূব আকাশে আবার সূর্য হাসে,—আলোকময় হয়ে ওঠে সমস্ত সৃষ্টি রাজি।

www.pathagar.com

এখানে এক নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে সবাই চলছে। কোথাও যেন কোন অনিয়ম নেই, বিশৃংখলা নেই। এ সব দেখতেন প্রিয় নবী। আর ভাবতেন, এ সব কি এমনি তৈরী হয়ে গেছে? এর পেছনে কি কোন মহান শিল্পী-স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই? তাঁর অবচেতন মনও বলছে ঃ

"আছে, নিশ্চয়ই আছে।"

আবার প্রশ্ন জাগল ঃ

"তাহলে কে সে? কি তাঁর পরিচয়, কি তাঁর নাম"?

আবারও হয়ত প্রশ্ন জাগল ঃ

"মানুষের স্রষ্টাই বা কে"?

এ সব হাজারো প্রশ্ন মহানবীর ভাবুক মনে শৈশব থেকেই দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কেউ তাঁর মনের এই জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারেনি। ফলে তাঁর মনে সব সময় এই জিজ্ঞাসা এক অতৃপ্ত পিপাসা সৃষ্টি করে রেখেছিল।

আর এ সব কারণেই তিনি তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরেশ বংশে জন্ম নিয়েও কোরেশদের প্রচলিত জীবন ধারার সাথে নিজেকে একাকার করে নিতে পারেন নি। তিনি সবসময়ই নিজের চরিত্রের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। এ জন্যেই তিনি অনেকের মধ্যে ছিলেন অনন্য। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরববাসীরা—মহানবী (সঃ)-কে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়েছিল।

তোমরা হয়ত আরও জান যে, মহানবী (সঃ) নবুয়ত পেয়েছেন তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে। ইতিমধ্যে তিনি বিয়ে করেছেন। মক্কার সবচেয়ে ধনী পবিত্র স্বভাবের মহিলা বিবি খাদিজার সাথে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। যখন তাঁর বিয়ে হ'ল, তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। আর বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর।

বিবি খাদিজা ছিলেন বিপুল সম্পদের অধিকারিণী। বিয়ের পর এই সকল সম্পদ মহানবীর (দঃ) নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাঁর দূর হ'ল। এখন তিনি আপন মনে নিশ্চিন্তে ধ্যানমগ্ন হবার অবসর পেলেন—তিনি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলেন—এই ভেবে যে, এখন নির্ভাবনায়-নিরালায় বসে তাঁর মনের অতৃপ্ত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে পারবেন। এদিকে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি

www.pathagar.com

খাদিজাও স্বামীর এই সন্ধানী ভাবুক মনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলেন। তাঁকে সবদিক দিয়ে তিনি সাহায্য করতে লাগলেন।

সত্যের যে আলোর সন্ধানে মহানবী (সঃ) নিরত; তা পাবার জন্য সংসারের কোলাহল থেকে দূরে এক নিভৃত নিরালায় তিনি ধ্যানস্থ হলেন।

মক্কার অদূরে একটি পর্বত-গুহা,—নাম তার 'হেরা'। সেখানে গিয়ে মহানবী (সঃ) আধ্যাত্মিক আরাধনায় মশগুল হয়ে থাকতেন।

তিনি রোযা রেখে রাত-দিন এক অদৃশ্য সত্তার ইবাদৎ বন্দেগী করে সময় কাটিয়ে দিতেন। বিবি খাদিজা স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে সেই পাহাড়ে যেতেন। তাঁর ভাল-মন্দের খোঁজ-খবর নিতেন।

এমনি ভাবেই সময় কাটতে থাকে। রমজান মাস এসে পড়ল। মহানবী সারারাত-দিন ধরে হেরা গুহায় ইবাদতে মশগুল।

ইতিমধ্যে তাঁর বয়সও চল্লিশ পূর্ণ হয়েছে।

কি এক অব্যক্ত অস্থিরতা যেন তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। অনির্বচনীয় সে পুলকে তিনি দিশেহারা। কোন অজানা অদৃশ্য লোক থেকে এক অতি আপনজন যেন বারবার হেরার গুহায় ডাক দিয়ে নিয়ে যায় তাকে।

তিনি সেই অদৃশ্য দুর্বার আকর্ষণে আবার হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হন। এই ভাবে দিন যায়। একদিন হঠাৎ কানে এলো এক শব্দ। তিনি চমকে উঠলেন! এই নির্জন পর্বতে কে আবার এলো? কিছুটা ভয়ও পেলেন তিনি।

তাঁরই নাম ধরে কে যেন ডাকছে: 'মুহম্মদ!'

ধীরে ধীরে তিনি চোখ খুলে দেখলেন, এক জ্যোতির্ময় ফেরেশ্‌তা তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো। সেই-আলোকে সমস্ত গুহা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

এই আলোকময় ফেরেশ্‌তার নামই 'জিব্‌রাইল'। আল্লাহ্‌র দূত।

জিবরাইল বললেন: "পড়"।

মুহম্মদ কম্পিত কণ্ঠে বললেন: "আমি পড়তে জানি না।" জিবরাইল তখন মুহম্মদকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে ধরলেন। তাঁর মনে হল যেন তাঁর সমস্ত হৃদয় মন আলোকের বন্যায় আপ্লুত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ফেরেশ্‌তা জিবরাইল পুনরায় তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এভাবে জিবরাইল তিন বার মুহম্মদকে আলিঙ্গন করলেন। প্রতিবারই তিনি সেই বেহেশ্‌তী নূরের পরশে রোমাঞ্চিত হলেন।

এবার তিনি পড়তে লাগলেন ঃ

"ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকাল্‌-লাজী-খালাক্‌"...
"পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে—
যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন—
যিনি এক বিন্দু রক্ত হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন,
পাঠ কর—তোমার সেই মহিমাময় প্রভুর নামে,
যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন,
যিনি মানুষকে অনুগ্রহ করে অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান দান করেছেন।"

মুহম্মদের চেতনা ফিরে এলো। তিনি দেখলেন, আকাশ পথে জিবরাইল নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই আশ্চর্য ঘটনা তিনি তাঁর স্ত্রী বিবি খাদিজার কাছে গিয়ে বললেন। তিনি তখনও ভয় বিহ্বলতায় কাঁপছেন।

বিবি খাদিজা অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কী ব্যাপার বলুনতো!"

তিনি বললেন ঃ "আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। আমার বড্‌ড ভয় হচ্ছে।"

এর পর মুহম্মদ যখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলেন, তখন বিবি খাদিজার কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন।

বুদ্ধিমতী বিবি খাদিজার মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন ঃ "হে আবুল কাসেম (কাশেমের পিতা)। কোন ভয় নেই। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ করে থাকেন। দুঃস্থ-পীড়িতদের সেবা ও সাহায্য করে থাকেন। অভাবীর অভাব দূর করে থাকেন। মেহমানকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। ঘোর বিপদেও আপনি সত্যকে আঁকড়ে থাকেন। কেন তবে আল্লাহ আপনার প্রতি

www.pathagar.com

বিমুখ হবেন ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কোন মহান উদ্দেশ্যই আপনাকে দিয়ে পূরণ হবে।''

মুহম্মদ তখনও স্থির নিশ্চিত নন যে, তিনিই আল্লাহ্‌র রসূল। তবে, তখনও তাঁর চোখে আকাশ পথে হারিয়ে যাওয়া সেই ফেরেশ্‌তার ছবি স্পষ্ট ভাসছিল।

তিনি যেন সেই নির্দেশই পুনরায় শুনতে পাচ্ছেন: "হে মুহম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র রসূল—আর আমি জিবরাইল।''

তবু কিন্তু রাসুলের মন থেকে ভয় দূর হ'ল না। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ধার্মিক ও বিচক্ষণ 'অরকার' কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন।

তিনি সব কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন: "কুদ্‌দুসুন। কুদ্‌দুসুন। পবিত্র! পবিত্র! হযরত মুসা ও ঈসার প্রতি আল্লাহ্‌ যে 'নামুস-ই আকবর' (মহান নিদর্শন) প্রেরণ করেছিলেন, এ সেই নামুস্‌।—হায় মুহম্মদ! তোমার দেশবাসী তোমার উপর অত্যাচার করবে। তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব।''

বিবি খাদিজা তাঁর সাথেই ছিলেন। তাঁর মন আনন্দে মাতোয়ারা হ'ল। এবারে তাঁর আর বুঝতে বাকী রইল না যে, স্বামী মুহম্মদই অনাগত যুগের মহান পয়গম্বর। আল্লাহর ফেরেশ্‌তাই হেরাগুহায় তাঁকে সাক্ষাৎ দিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

সত্যের পয়গাম এলো ঃ আঁধার কেটে গেল

মহানবী (সঃ) তাঁর প্রভু আল্লাহর তরফ থেকে মহাসত্যের পয়গাম পেলেন। জমাট বাঁধা আধার দূর হল। ফেরেশ্‌তা জিবরাইল আল্লাহর সে নির্দেশ বাণী বয়ে নিয়ে এলেন দুনিয়ায়।

মহানবীর কাছে যে সত্যের বাণী এলো তার উদ্দেশ্যই বা কি? অর্থই বা কি? এ প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে। তাহলে শোন।

হেরা গুহার রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় ফেরেশ্‌তা জিবরাইলই সত্যের যে পয়গাম বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাতে মাত্র তিনটি কথা উল্লেখ ছিল।

এক, আল্লাহ্‌।
দুই, মানুষ।
তিন, জ্ঞান।

আল্লাহ্‌ কে, কি তাঁর শক্তি, কি তার মর্যাদা,—এ সব ক্যাপারে গোটা দুনিয়ার মানুষ একেবারে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল তখন। বিশেষ করে, মক্কাবাসী আরবদের অজ্ঞতা ও না-ফরমানী ছিল ভয়ানক রকমের। তারা পবিত্র কাবাঘরে তিনশত ষাটটি মাটির তৈরী মূর্তি বানিয়ে বসিয়ে রেখেছিল। আসল আল্লাহ্‌কে ভুলে তারা সেই মাটির তৈরী অথর্ব ও অলীক 'দেবতার' পূজা করত। আর তাদের কাছেই সাহায্য চাইত।

তাই মানুষকে সুন্দর ও সৎ পথে আনার জন্য—আল্লাহ্‌ নবী পাঠালেন। যুগে যুগে বোকা মানুষ কিন্তু এমনি করেই বার বার শয়তানের ধোঁকায় পরে আল্লাহকে ভুলে অন্যায় ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত। দয়াল্‌ আল্লাহ্‌ তখন—তাঁর প্রিয় বান্দা মানুষের জন্য কল্যাণকামী নবী পাঠাতেন। কিন্তু মানুষ এতটা বোকা ছিল এবং এতটা অসৎ হয়ে পড়েছিল যে, নিজেদের ভালটুকু ও বুঝতে পারত না। নবীরা এসে একত্বের ডাক দিতেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলামী করার আহ্বান জানাতেন। সত্য আঁকড়ে ধরতে বলতেন। মিথ্যা

www.pathagar.com

বর্জন করতে বলতেন। ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি, ঝগড়া-ফাসাদ করতে বারণ করতেন। আল্লাহ্‌র হুকুম মত দেশ শাসন করতে বলতেন।

অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়-সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে বলতেন। কিন্তু মানুষ নবীদের কথা না শুনে শয়তানের ধোকায় পড়ে নবীদের বিরোধিতা করত। নবীদের সাথে যুদ্ধ করত। তাঁদের মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করত। কাউকে মেরেও ফেলত। এমন কি, তাঁদের দেশ ছাড়াও করত। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত নবীরাই সত্যের লড়াইএ বিজয়ী হতেন।

এমন ঘটনা হাজার হাজার বছর ধরেই চলছে। মানুষ কিছুদিন সৎ পথে থেকে আবার পা ফসকে অসত্যের অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। এমনি অবস্থা হয়েছিল আরববাসীর। ঠিক সেই ঘোর দু'দিনেই আমাদের প্রিয় নবী নতুন করে সত্য প্রচারের আদেশ পেলেন। তিনি ঘোর অন্ধকারে আলো জ্বালাতে চাইলেন।

তার আগে তাঁকে সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ একটি নিখুঁত ধারা দিলেন। সেটি কি?

মহান আল্লাহ্‌ নিজের পরিচয় সম্পর্কে নিজেই বললেন: "আল্লা হচ্ছেন নিখিল জাহানের একমাত্র প্রভু,—তিনিই 'রব্‌'—অর্থাৎ তিনিই সৃজনকারী, পালনকারী এবং ধ্বংসকারী।"

এই পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ-জীব-জন্তু, পশু-পাখী, গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস, নদী সমুদ্র-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সুরুজ ইত্যাদির কি কোন স্রষ্টা নেই? নাকি এ সবই আপনা আপনি তৈরী হয়ে গেছে?

এর যদি কোন স্রষ্টা ও পরিচালক থাকেন, তবে তিনি কি এ সব কিছু বানিয়ে একেবারে অবসর নিয়েছেন? নাকি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন?

এ সব প্রশ্ন মানুষের মনে দোলা দিত। আর এর কোন সঠিক জবাব মানুষ খুঁজেও পেত না। এ কারণেই আল্লাহ্‌ নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। আর এতেই কিন্তু মানব মনের জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাওয়া গেল।

তিনি বললেন, গোটা বিশ্ব জাহানের দৃশ্য ও অদৃশ্য—সবকিছুর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ্‌। এগুলো আপনা আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। মহান আল্লাহ্‌ এক গূঢ় উদ্দেশ্যে এ সব সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ই একক প্রভু। মানুষ আর কোন দেব-দেবী, রাজা-বাদশাহ্র গোলামী করতে পারবে না। মানুষের কাছে কেউ প্রভুত্ব দাবী করতে পারবে না। মানুষ কেবল তার স্রষ্টা, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা,—রাব্বুল আলামীনেরই বন্দেগী করবে। কেবল তাঁরই আদেশ-নিষেধ মানবে। কেবল তাঁরই কাছে মাথা নোয়াবে দুনিয়ার অন্য কোন নকল প্রভুর কাছে নয়।

নবীর কলেমার মূল বাণী ঃ 'লা-ইলাহ্'-নাই কোন মা' বুদ। প্রথমে আল্লাহ ছাড়া আর সকল মা'বুদ বা উপাস্যকে অস্বীকার কর। তারপর বল ঃ 'ইল্লাল্লাহ' —একমাত্র আল্লাহ্ই মাবুদ—প্রভু সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা, রেজকদাতা ও সব কিছুর নিয়ামক। এর পরে বল ঃ 'মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ—মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত—রাসূল—বানীবাহক। তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কথা বলেন না। কোন সিদ্ধান্ত নেন না। কাউকে দুঃখ ও দেন না। তিনি রহমতুল্লিল আলামীন' —সৃষ্টিকুলের রহমত স্বরূপ!

দ্বিতীয় স্তরে এসে আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষের—পরিচয় দিয়ে বলা হল ঃ মানুষ আল্লাহরই সৃষ্ট, আল্লাহর অংশ নয় অথবা আপনিই-মানুষ পয়দা হয়ে যায়নি। আর মানুষের মধ্যে তিনিই জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়াছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েই তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মখলুকাত বানিয়েছেন। মানুষ জ্ঞান সম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলেই দুনিয়ার ভাল-মন্দ কাজের জন্য তাকে মৃত্যুর পরে রোজ কিয়ামতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

তোমরা জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ) কে যে সত্যের পয়গাম দিলেন তাতে তিনটি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনটি হচ্ছে,—আল্লাহ, মানুষ ও জ্ঞান। আসলে এই তিনটিই হচ্ছে সম-সৃষ্টি দর্শনের মূল ভিত্তি।

এদিকে, মহানবী (সঃ) যে সত্যের পয়গাম পেলেন,—তাতে তৎকালীন আরব-বাসীদের পূর্ব-বিশ্বাস টলে উঠল। তাদের কেউ ভাবত, আল্লাহ বলে কিছু নেই।

সত্য ও মিথ্যা বলে দু'টি কথা তোমরা শুনেছ। সত্য হচ্ছে আলো। মিথ্যাই অন্ধকার। সত্যের আলোকে পথ চলা খুবই সহজ। কিন্তু মিথ্যার অন্ধকারে পথ হারিয়ে শুধু ঘুরেই ফিরতে হয়। প্রিয় নবী সেই সত্যের আলো নিয়ে এসেছিলেন। পথ ভোলা মানুষকে তিনি সঠিক পথের দিশা দিতেই এসেছিলেন। কিন্তু যারা

www.pathagar.com

অসত্যের পথে চলতে চাইত, যারা মিথ্যার অন্ধকারেই চলতে অভ্যস্ত, তারা কিন্তু সত্যের এই আলোকবর্তিকা নিভিয়ে দিতে এগিয়ে এলো। এদের সেই অশুভ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবার জন্যই মহানবী (সঃ)-কে তরবারী হাতে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

মহানবী (সঃ) নিজে যে সত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, সে সত্যকে প্রচার করাও তাঁর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মহানবী (সঃ)-কে অনেক দুঃখ নির্যাতন সইতে হয়েছে। সারাজীবন ধরেই তিনি দুঃখের সাগর সাঁতরিয়েছেন। কিন্তু তিনি ধৈর্যহারা হন নি। কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি অবিচলিত থেকেছেন। বাতেল শক্তিকে পর্যুদস্ত করে তবে বিশ্রাম নিয়েছেন। এ ভাবেই সত্যের সংগ্রাম এগিয়েছে।

www.pathagar.com

বাঁধ না মানা আলোর বন্যা

এবারে মুহম্মদ আর শুধুমাত্র "আল-আমীন" নন! তিনি শুধু কোরেশ বংশের চরিত্রবান-আদর্শ যুবক-নন। তিনি এখন আল্লাহর রসুল'! আল্লাহর আদেশ প্রচারই তাঁর কাজ।

সত্যপ্রচারের পথে যত বাধাই আসুক না কেন,—তিনি তা পদদলিত করে সামনে এগিয়ে যাবেনই,—এই তাঁর ব্রত। আল্লাহ্ তাঁর সহায়।

মৃত্যুর ভয় কি? মৃত্যুর ফয়সালা তো আল্লাহই করে থাকেন। আর মুসলমানদের জীবন তো আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার অর্থই হচ্ছে,—শহীদী মৃত্যু।

আল্লাহ নিজেই—বলেছেন: "শহীদকে তোমরা মৃত বলো না।"

কথায় বলে 'আপনি আচরি ধর্ম'। নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজন-দেরকে সৎপথে না এনে—অন্যকে সদুপদেশ দিলে তা কেউ শুনতে চায় না।

মহানবী (সঃ) নিজে যে সত্যের উপর বিশ্বাস এনেছেন,—তা যদি তাঁর ঘরের লোকই না মানল, তবে অন্যরাই বা মানতে চাইবে কেন?

তাই তিনি প্রথমে প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি খাদিজার কাছেই গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। বিবি খাদিজাই প্রথমজন—যিনি ইসলামের দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন।

ঘরে বাইরে তাঁরা দু'জন আল্লাহর পথে সত্যের অভিযাত্রিক। গোটা আরব দেশে অজ্ঞানতা ও ভণ্ডামীর তাণ্ডব চলছে। সেই অবস্থায় সত্যপথের দু'জন দুঃসাহসী অভিযাত্রিক—উজ্জ্বলতম এক আলোক-বর্তিকা নিয়ে পথ চলেছেন। অত্যন্ত নিভৃতে, গোপনে।

আরও কিছুদিন এমনি ভাবে কেটে গেল।

ফেরেশ্তা জিবরাইল আল্লাহর নির্দেশ মত এর মধ্যে এসে নবীজীকে নামাজের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

চারিদিক যখন ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে, তখন মাত্র দু'জন মানুষ একান্ত আল্লাহর এবাদতে মশগুল হন। আল্লাহর দরবারে মানবতার মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানান। কেঁদে কেঁদে আকুল হন।

এদিকে একটি ঘটনা ঘটল। একটি উৎসাহী বালক লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের নামাজ পড়ার অপূর্ব দৃশ্য দেখতে থাকে। আর ভাবতে থাকে, এমন তো আর কখনও দেখিনি!

আরবের লোকেরাও তো এবাদত করে। তারা তো এভাবে করে না। তারা তাদের মূর্তিগুলোর কাছে মাথা নুইয়ে নিজেদের তরক্কির জন্য প্রার্থনা জানায়।

বালকটি যতই এ দৃশ্য দেখে ততই অবাক হয়। কোন্ সে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে এই আত্মনিবেদন? কই, এখানে তো কোন মূর্তি নেই!

বালকের কৌতূহল ক্রমে বাড়তে থাকে। কে এই বালক?

তোমরা আমাদের নবীজীর চাচা আবু তালিবের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি কখনও মুসলমান হননি সত্য। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন নবীজীকে ছায়ার মত আগলে রেখেছেন। তাঁর ভয়ে মক্কায় কেউ নবীজীকে কটু-কথা বলতে ও সাহস পেত না।

সেই দয়ালু চাচা আবু তালিবের ছিল তিনটি-ছেলে। আলী, জাফর ও আকীল। চাচা আবু তালিবের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। সংসারে তাঁর অভাব-অনটন লেগেই থাকত।

বিবি খাদিজাকে বিয়ে করার পরে আমাদের নবীজীর আর্থিক অভাব কিন্তু দূর হয়ে গেছে। নবীজী কিন্তু এই অর্থ দিয়ে কখনও আরাম-আয়েশ করেন নি।

চাচার কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি—তাঁর বড় ছেলে আলীকে লালন-পালন করছিলেন। আলীর বয়স তখন মাত্র বার-তেরো বছর হবে।

নবীজী ও বিবি খাদিজার এবাদত বন্দেগীর দৃশ্য দেখে যে বালকটির মনে কৌতূহল জেগেছিল, সে আর কেউ নয়। বালক আলী। এই বালক হ'ল দ্বিতীয় মু'মেন,—মুসলমান! পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। পরবর্তী কালে ইনিই ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ খলীফা হন।

www.pathagar.com

বালক-আলীকে নিয়ে সত্যপথের মোট অভিযাত্রীর সংখ্যা হ'ল মাত্র তিন! এ বিশ্বজগত এমনিই তৈরী হয়ে গেছে। আবার কেউ ভাবত, এত বড় বিশ্বের একজন মাত্র স্রষ্টা হয় কি করে? নিশ্চয়ই একাধিক স্রষ্টা ও দেব-দেবী এই বিশ্ব তৈরী করেছে। আর তারাই ভাগ-বাটোয়ারা করে বিশ্ব পরিচালনা করছে।

তাদের মতে, চাঁদের জন্য, সূর্যের জন্য, বৃষ্টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা আছে। আর এরাই তাদের চালায়।

আর একদল কিন্তু তখনও ভাবত যে, সবকিছুর হয়তো একজন স্রষ্টা আছে, কিন্তু তিনি সবকিছু সৃষ্টি করে অবসর নিয়েছেন। এখন ইচ্ছে মতই দুনিয়াটা চলছে। সুতরাং মানুষ ও যার যার ইচ্ছামত চলতে পারবে। দেশ চালাতে পারবে। আইন রচনা করতে পারবে।

কিন্তু মহানবী (সঃ) যে পয়গাম নিয়ে এলেন, তাতে মানুষের পূর্ব ধারণা সব মিথ্যা হয়ে গেল। তাদের বাপ-দাদার আমল থেকে আল্লাহ্ ও মানুষ সম্পর্কে তারা যে জ্ঞান পোষণ করত, তার ভিত্ নড়ে উঠল। তারা দেখল, তাদের সে বিশ্বাস বদলিয়ে মহানবীর (সঃ) পয়গাম মেনে নিলে তাদের বাপ-দাদার আমলের রসম রেওয়াজ সব ভেস্তে যাবে। তাছাড়া, দুনিয়ায় স্বাধীন ভাবে যা ইচ্ছা তাই করা সম্ভব হবে না। সত্য-মিথ্যা বাছাই করে চলতে হবে। আর এতে তাদের অনেক দুনিয়াদারী স্বার্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতটা ক্ষতি তারা মানবে কেন?

আর একদিকে আরবের গোত্র প্রধান ও সর্দাররা দেখল যে, এ আজগুবী পয়গাম, মেনে নিলে তাদের এতদিনের প্রভাব প্রতিপত্তি সব খতম হয়ে যাবে। আরববাসীদের উপর এতদিন ধরে তারা যে শাসনের নির্মমতা চালাতো, যে জুলুম করত, যে শোষণ করে নিজেরা ফুলে-ফুঁসে বড়লোক হচ্ছিল, তাদের সে কায়েমী স্বার্থ আর থাকে না! তাই তারা জোট বাঁধলো, যে করেই হোক, এই দাওয়াতের বাণীকে তারা স্তব্ধ করে দেবে। আর যে এই দাওয়াত প্রচার করবে, তাকেও সমুচিত শাস্তি দিয়ে দমন করে রাখবে।

এভাবেই মহানবীর (সঃ) দেশবাসী তাঁর প্রতি শত্রুতামূলক আচরণের পথ নেয়। তারা তাদের দেশবাসীকেও এতে একতাবদ্ধ করে তোলে।

www.pathagar.com

হেরার আলো ছড়িয়ে গেল

এতদিন কিন্তু মহানবী (সঃ) সত্য প্রচারের জন্য কোন আদেশ পান নি। তিনি শুধু সত্যের প্রকাশকে জেনেছেন ও উপলব্ধি করেছেন।

হেরার তোরণে সত্যের প্রথম আলোক পেয়েছেন তিনি। সে আলোর ফোয়ারা জাহেলিয়াত ও মিথ্যার অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সম্পর্কে তিনি এখন পূর্ণ সচেতন।

মহানবীর (সঃ) সাথে একবার হেরাগুহায় সেই আল্লাহর দূত জিবরাইল দেখা দিয়েছিলেন, অনেকদিন তাঁর আর দেখা নেই। প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। নতুন করে কোন বার্তাও তিনি পাচ্ছেন না। তিনি মনে মনে দারুণ ভীত হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, না জানি তিনি প্রভুর কাছে কি অপরাধ করে ফেলেছেন। হয়ত এজন্যই তাঁর প্রভু তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।

ক্রমেই তাঁর মনের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। অনুতাপের আগুনে তিনি জ্বলতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল।

হেরার গিরিগুহায় যে বেহেশ্‌তী দূত মহাপ্রভুর তরফ থেকে পৃথিবীর মানুষের জন্য কল্যাণকর বাণী বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, সেই আলোকময় ফেরেশ্‌তা জিবরাইল আবার আবির্ভূত হলেন।

তিনি মহাপ্রভুর বাণী শুনালেন :

"উষার শপথ
এবং অন্ধকার রজনীর শপথ।
তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি, কিম্বা
অসন্তুষ্ট হন নি।
নিশ্চয়ই—তোমার ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বল।
এবং শীগগীরই তোমার প্রভু তোমার উপর এমন কিছু দান করবেন,
যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে এতিম বালকরূপে দেখেন নি
এবং আশ্রয় দান করেন নি ?

www.pathagar.com

এবং তিনি কি তোমাকে পথ হারা অবস্থায় দেখেননি এবং তোমাকে সু-পথ দেখান নি? এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্থ দেখেননি এবং অভাবমুক্ত করেননি? অতএব, যে অনাথ, তাকে তুমি উৎপীড়ন ক'র না। যে ভিক্ষুক, তাকে তুমি তিরস্কার করো না, এবং তোমার প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার কর।"—(সূরা-আদ-দোহা)।

এবং পরে মহানবীর (সঃ) মন যখন উসখুস করছিল, এই সত্য প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য, তখন আর একবার জিবরাইল দেখা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ শোনালেন ঃ

"হে আমার রসূল,
তোমার প্রভু তোমাকে যে সত্যদান করেছেন,
তা' প্রচার কর।" (—৫ ঃ ৬৭)।

এই প্রথম আল্লাহ্‌ 'রসূল' বলে ডাকলেন! অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমানতার ঘোর কেটে গেল। মহানবী (সঃ) বুঝলেন, তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রসূল। সত্য প্রচারের এক গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত।

তিনি সত্যের সে দাওয়াত উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ

"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌।"

কী আশ্চর্য্য। তিনি মক্কাবাসীর কাছে প্রভুত্ব চাননি, টাকা-পয়সাও চাননি। রাজা-বাদশাহও হতে চাননি।

তিনি মানুষকে মাত্র দুটি সত্যের দিকে আকৃষ্ট করলেন। এক, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, উপাস্য নেই। দুই, মুহম্মদ আল্লাহর রসূল,—প্রেরিত পুরুষ। শুধু এই দু'টি কথার উপর বিশ্বাস আনতে হবে। আর সে অনুযায়ী চলতে হবে।

তোমরা হয়ত বলবে, মাত্র দু'টি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাহলে নবীকে কেন বাধা পেতে হল? কেন জন্মভূমি ছাড়াতে হ'ল? কেন যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হ'ল? কেন তায়েফে রক্ত ঝরাতে হ'ল। আর কেনই বা জিহাদের ময়দানে তরবারি হাতে ছুটে যেতে হ'ল।

এ সব প্রশ্নের জবাব সামনের আলোচনায়ই তোমরা পাবে।

www.pathagar.com

সত্যের প্রকাশ্য আহ্বান

মক্কাবাসী মূর্তি পূজক মোশরেকগণ তখনও নবীজীর নতুন ধর্মের সন্ধান পায়নি। কারণ তখন সত্যের প্রচার চলছিল সংগোপনে। এমনি করে তিনটি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাও কিছু বেড়েছে। আলীর পরে মহানবীর (সঃ) পালিত পুত্র জায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ক্রমে আবু বকর, ওসমান ও আরও কয়েকজন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছেন।

বেশী দিন এই নীরব বিপ্লবকে গোপন করে রাখা গেল না। কোরেশরা টের পেয়ে গেল সব। কিন্তু তারা প্রথমে এ খবরকে ততটা গুরুত্ব দেয় নি। কারণ এমন কতই তো ধর্ম আসে, আবার তলিয়েও যায়। কিন্তু মুসলমানদের দল যত ভারী হতে লাগল, কোরেশদেরও তত টনক নড়তে লাগল।

এ দিকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হুকুম এসেছে। আর গোপনে নয়। এখন থেকে প্রকাশ্যেই ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

একদিন তিনি নিজের সকল আত্মীয়-স্বজন ও কোরেশ দলপতিগণকে নিজগৃহে দাওয়াত দিলেন। প্রায় চল্লিশজন ব্যক্তি এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে নবীজীর ঘরে উপস্থিত হলেন।

মহানবী (সঃ) সমবেত সকলের কাছে বিনীতভাবে বললেন ঃ

.....এক অপূর্ব বেহেশ্‌তী সংগাত আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র পাক কালাম আমি লাভ করেছি। আপনারা আর মূর্তিপূজা করবেন না। একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করুন।

মহানবীর কথা শুনে কোরেশরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা ব্যাপারটিকে তাদের জন্য এক অপমানজনক প্রস্তাব বলে মনে করল।

কোরেশ নেতা আবুলাহাব তো রাগের বশে ছোট খাট বক্তৃতাই দিয়ে বসল।

সে বলল ঃ "মুহম্মদ ধৃষ্টতা ছাড়। সকল পূজনীয় ব্যক্তিগণ এখানে উপস্থিত আছেন। তাদের সামনে বেয়াদবি করো না। তুমি কুলাঙ্গার, তুমি আমাদের পৈত্রিক ধর্ম বিনাশকারী, ধর্মদ্রোহী, তোমাকে বন্দী করে রাখা উচিত।"

এই বলে আবুলাহাব তার দলবল নিয়ে আবোল তাবোল বক্‌তে বক্‌তে চলে গেল। নবীজী কিন্তু এতটুকুও দমলেন না।

www.pathagar.com

এবার সাফা পর্বতের চূড়ায়

এ সময়ে আরব দেশে একটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিপদের সময় কারও সাহায্য চাইলে অথবা কোন বিচার চাইলে নগরবাসীকে এক জায়গায় জড়ো করার জন্য মক্কার সাফা পর্বতের উপরে উঠে প্রচলিত নিয়মে ডাক দিতে হত। লোকেরা তখন পর্বতের প্রান্তে একত্রিত হ'ত। তখন আহ্বানকারী ব্যক্তিটি তার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সকলকে শোনাত।

আমাদের নবীজী নতুন কোন কৌশল না নিয়ে সেই প্রচলিত নিয়মটিরই সদ্ব্যবহার করার মনস্থ করলেন।

একদিন নবীজী নিজেই সাফা পর্বতের উপর উঠে নিয়ম অনুযায়ী নগরবাসীকে ডাকলেন। নগরবাসী সেই ডাক শুনে সমবেত হল।

মহানবী (সঃ) তখন পর্বতের উপর থেকে সকল গোত্র প্রধানদের সম্বোধন করে জোরে জোরে বলতে লাগলেন ঃ

"আজ যদি বলি এই সাফাপর্বতের পেছনে এক দল প্রবল শত্রু তোমাদেরকে হামলা করার জন্য অপেক্ষা করছে, তবে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে ?

সবাই সমস্বরে জবাব দিল ঃ "নিশ্চয়ই করব, কারণ তুমি 'আল আমিন'। এ পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনদিন মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি।"

মহানবী (সঃ) বললেন ঃ "তাই যদি হয় তবে বিশ্বাস কর—এক মহাবিপদের তোমরা সম্মুখীন হয়েছ। সত্যিই একদল শয়তানী ফৌজ তোমাদেরকে গ্রাস করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়া ও মূর্তিপূজা, কপটতা, লাম্পট্য, অত্যাচার, ব্যাভিচার এবং আরও শত প্রকারের পাপ ও মলিনতা তোমাদিগকে ঘিরে রেখেছে। হে ধ্বংস পথের যাত্রীদল ! হুঁশিয়ার হও, এখনও সময় আছে, এখনও পথ আছে। যদি বাঁচতে চাও, তবে কাবার ঐ মূর্তিগুলিকে ভেঙে ফেল। ঐগুলিই তোমাদের সেই প্রবল শত্রু। এক আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।"

এ কথা শোনার জন্য কোরেশরা প্রস্তুত ছিল না। ইতিপূর্বে নবীজী তাঁর বাড়ীতে কোরেশদেরকে ডেকে এনে সত্যের যে আহ্বান শুনিয়েছিলেন, তাতেই

www.pathagar.com

কোরেশরা তাঁর উপর যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। আবার সাফা পর্বতের পাদদেশে তিনি ডেকে নিয়ে দ্বিতীয়বার কোরেশদের সত্যের আহ্বান শোনালেন।

কোরেশরা দেখল, নবীজীর আহ্বানে সাড়া দিলে তাদের বাপ-দাদার আমলের ধর্মটাই উচ্ছন্নে যাবে। মুহম্মদ নিজে তো কোরেশ বংশের ছেলে হয়ে বংশের মুখে চুন-কালি দিলই। আবার পিতৃপুরুষকে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে বলছে! সাহস তো কম নয়!

কোরেশ নেতা আবুলাহাবের মেজাজ বিগড়ে গেল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "জাহান্নামে যাও হতভাগা। এ জন্যই বুঝি আমাদেরকে ডেকে এনেছ?"

আবুলাহাবের কথায় উপস্থিত সকলেই সায় দিল। আর আবুলাহাবের চেয়েও কঠোর ভাষায় গালি দিতে দিতে কোরেশরা চলে গেল সেদিনকার মত।

এমনি ভাবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের প্রভেদ দিন দিন বাড়তে লাগল। সেই সাথে একটা সংঘাতও ঘনিয়ে আসতে লাগল।

www.pathagar.com

সত্য-মিথ্যার সংঘাত দানা বাঁধছে

আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি থাকতে পারে না। আলোর আগমন হলেই অন্ধকার অদৃশ্য হয়। তেমনি সত্য আর মিথ্যাও একস্থানে থাকতে পারে না। সত্যের অভ্যুদয় হলে মিথ্যাও পালিয়ে যায়।

কিন্তু যারা মিথ্যাবাদী, যারা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে চায়, তারা কিন্তু সত্যকে সত্য জেনেও না জানার ভান করে। অনেকে আবার জাজ্বল্যমান সত্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চায় এক ফুৎকারে। কেউ বা আবার অকাট্য সত্যকে অস্বীকার করে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।

সত্য-মিথ্যার এ লড়াই কিন্তু চিরন্তন। তাই স্বাভাবিকভাবেই মহানবী (সঃ) যে সত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন, মিথ্যার ধ্বজাধারীরা তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে এল।

মহানবী (সঃ) কোরেশদের শত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে সত্যের দাওয়াত দিতে লাগলেন।

মানবজাতির আদি এবাদতগাহ্, পবিত্র কাবাঘর এখন মূর্তি উপাসকদের এবাদতগাহ্ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খোদ আল্লাহ্‌র ঘর থেকেই আল্লাহ্ নির্বাসিত! আল্লাহ্‌র ঘরে মোশরেকরা মাটির তৈরী মূর্তি রেখে, সেই মূর্তির কাছে পানাহ্ চাইছে। মানবতার এই অপমান—নবীজীকে দারুণভাবে ব্যথিত করে তুললো। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন,—এবার আল্লাহর ঘরে গিয়ে আল্লাহর নামের মহিমা ঘোষণা করতে হবে। কাবায় সংরক্ষিত মিথ্যা দেবতাদের যে কোন শক্তি নেই, তারা যে অথর্ব, নিষ্প্রাণ মূর্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়—সে কথাও জানিয়ে দিতে হবে মক্কাবাসীদের।

নবীজী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন—আল্লাহর ঘরে আল্লাহর একত্ববাদের বিজয় ঘোষণা করার জন্য।

একদিন তিনি কাবাঘরে প্রবেশ করে বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারণ করলেন ঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" সমস্ত কাবাঘর সে বিপ্লবী ঘোষণায় কেঁপে উঠল। কাবাঘরের নিশ্চল পাথরগুলিও যেন ভয়ে থরথর করে

www.pathagar.com

কাঁপতে লাগল। যেন মিথ্যার প্রতীকগুলো সত্যের আগমন বার্তায় শংকিত হয়ে উঠল।

মহানবীর (সঃ) মনটা হাল্কা হ'ল। এক অনুপম প্রশান্তির আমেজ যেন তাঁকে পরিতৃপ্ত করল। আল্লাহ্‌র ঘরে তিনি আল্লাহ্‌র একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

কোরেশদের কাছে এ খবর পৌঁছে গেল। তারা ক্রুদ্ধ গর্জন করে ছুটে এলো সব। সেই মারমুখী কোরেশদের লক্ষ্য করে মহানবী (সঃ) বলতে লাগলেন ঃ

"হে কোরেশগণ! এই দেবতা গুলো ভেঙ্গে ফেল। আল্লাহর এবাদত কর। একমাত্র তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ উপাস্য নেই। আর কেউ সাহায্যকারী নেই।"

একথা শুনে কোরেশদের মাথায় খুন চেপে গেল। তারা দেখল, 'মুহম্মদের' সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাদের ভয়ে সে ভীত নয় আদৌ। বরং কোরেশদের উপাস্য দেবতাগুলো ভেঙে ফেলার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে। তাদের দেবতার সামনেই তাদের বে-ইজ্জতি!

কোরেশরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অকথ্য ভাষায় মহানবী (সঃ)-কে গালিগালাজ করতে লাগল। কেউ কেউ মহানবী (সঃ)-কে আক্রমন করতে উদ্যত হ'ল। মহানবী (সঃ)-কে বিপদাপন্ন দেখে একজন বীর যুবক এগিয়ে এলেন। তিনি কোরেশদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য দুঃসাহসের সাথে এগিয়ে গেলেন। কোরেশরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে সেই যুবকটিকেই আক্রমণ করল। যুবকটি এতগুলো কাফেরের সাথে একা লড়াই করে কতক্ষণ আর টিকে থাকবেন? তিনি সেখানেই শহীদ হয়ে গেলেন।

কে এই দুঃসাহসী বীর? তার নাম জানতে নিশ্চয়ই তোমাদের আগ্রহ জাগে। এই শহীদের নাম হারিস। ইনি বিবি খাদিজার আগের স্বামীর ঔরসজাত পুত্র। নবী প্রেমে তিনি আত্মহারা ছিলেন। আর তাই আল্লাহ্‌র নবীর অপমানের প্রতিশোধ নিলেন তিনি জীবন দিয়ে।

মহানবী (সঃ) এ যাত্রা কোরেশদের আক্রমণ থেকে কোন মতে রক্ষা পেলেন। কিন্তু স্নেহধন্য হারিসকে হারাতে হ'ল। তিনি বুঝলেন, সামনে আরও কঠিন সংগ্রাম আছে। আরও কঠিনতর পরীক্ষা আছে। তিনি বুঝলেন, শহীদি রক্তের

www.pathagar.com

পিচ্ছিল পথ ধরেই সত্যের মঞ্জিলে পৌঁছতে হবে। সেই সংগ্রামের জন্য অবশ্যই চাই ব্যাপক প্রস্তুতি। চাই ধৈর্য, চাই ঈমানদীপ্ত মনোবল। চাই আল্লাহর উপর একনিষ্ঠ নির্ভরতা। চাই সত্য পথের নির্ভীক সেনাদল।

এদিকে কোরেশরাও বুঝতে পারল যে, 'মুহম্মদ' সহজে দমবার পাত্র নয়। সে মোকাবিলা না করে ছাড়বে না। কোরেশরাও এই ক্ষুদ্র মুসলমান জামাতটির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তারা বুঝল, তাদের বাপ-দাদার আমলের ধর্ম বিপদগ্রস্ত। এ সময় তাদের মধ্যে ঐক্য না আনতে পারলে তৌহিদের বিপ্লবী স্রোতে গোটা আরববাসী ভেসে যাবে। সেই সাথে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বও খতম হয়ে যাবে। যারা বংশানুক্রমে সর্দারী মাতব্বরী করে এসেছে, আজ যদি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে তাদের সেই দুনিয়াদারী মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে।

কোরেশ নেতা আবুলাহাব, আবুজহল, আবু সুফিয়ান প্রমুখ একটি মাত্র লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হ'ল। তাদের সে লক্ষ্য হল: যে করেই হোক, ইসলাম ও তার নবীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

মহানবী (সঃ) কোরেশদের এ সব ষড়যন্ত্র নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না। তিনি অবিচলিত ভাবে কলেমার দাওয়াত দিয়ে যেতে লাগলেন।

যতই দিন যায়, মুসলমানদের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। ক্রমে কলেমার বিপ্লবী পয়গাম মক্কাবাসীদের মনে গভীর রেখাপাত করতে থাকে।

মুসলমানদের এই বিজয় দেখে কোরেশ নেতারা কিন্তু আক্রোশে ফেটে পড়ল। কোরেশরা এবার সত্য-প্রচার থেকে মহানবী সেঃ) বিরত রাখার জন্য নতুন এক ফন্দি বের করলো।

মহানবীর (সঃ) চাচা ছিলেন আবু তালিব। তিনি কোরেশ বংশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁকে সকলেই মান্য করত। মহানবী (সঃ) ছেলেবেলায়ই মা-বাপ হারিয়েছিলেন বলে আবু তালিবই তাঁকে স্নেহ-আদর দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। কোরেশরা দেখল, 'মুহম্মদের' বিরুদ্ধে যদি কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে তাঁর চাচা আবু তালিবও ছেড়ে দেবেন না। কাজেই 'মুহম্মদের' বাড়াবাড়ির ব্যাপারটি আবু তালিবের কাছেই বলে দেখা থাক না।

www.pathagar.com

তিনি কি ব্যবস্থা নেন। এটি কোরেশদের একটি দুষ্ট চাল। আবু তালিবকে জব্দ করতে না পারলে 'মুহম্মদের' গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না, এটা কোরেশরা ভাল করে জানত।

একদিন সকল কোরেশ মিলে আবুতালিবের কাছে গিয়ে হাজির হল। আবু তালিব জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার'?

কোরেশরা বলল: "হে আবু তালিব! আপনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আপনার ভাতিজার কারণে আমাদের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনার নিজের মত কি, তাও আমরা বুঝে উঠতে পারছিনা। আপনার ভাতিজার আচরণ কি আপনি সমর্থন করেন? তার ব্যাপারে আগেও আপনাকে বলেছি। কিন্তু আপনি কোন প্রতিকার করেন নি। আজ আবার বলছি, আপনি যদি তাকে নিবৃত্ত না করেন, তবে আপনাকেও আমরা তার সাথী বলে মনে করব। আর আমরা নিজেরাই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করব।

আবু তালিব একটু বিপদেই পড়লেন। "ভাতিজা মুহম্মদের" ব্যাপারে ইতিপূর্বেই কোরেশরা কয়েকবার নালিশ দিয়েছে। কিন্তু ততটা গা মাখেন নি তাতে। 'এতিম মুহম্মদের' প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল মাত্রারিক্ত। তাছাড়া মুহম্মদের এ নতুন ধর্মে তিনি কোন খুঁতও বের করতে পারছেন না। ফলে তিনি এ যাবত মহানবীর (সঃ) প্রচারিত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেও ভাতিজাকে আগলে রেখেছেন। কিন্তু আজ কোরেশরা যে ভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছে, তাতে তিনি বুঝি আর সাহায্য করতে পারছেন না। আবু তালিবের মনে আশংকার কালো ছায়া উঁকি মারল।

আবু তালিব অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলের সামনেই ভাতিজাকে ডেকে আনলেন। কোরেশদের সামনেই তাঁকে বললেন:

"মুহম্মদ, তোমার এই নতুন ধর্ম ছেড়ে দাও। অনর্থক আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করো না। এ দ্বারা শত্রুতা বাড়িয়ে লাভ কি?"

মহানবী (সঃ) চাচার মঙ্গল অবস্থা বুঝলেন। কোরেশদের সম্মিলিত চাপের মুখে যে তাঁর চাচা অসহায় সেটাও তিনি অনুভব করলেন।

কিন্তু তবু মহানবী (সঃ) বললেন:

www.pathagar.com

"চাচাজান, শত্রুতার জন্য আমি মোটেই পরোয়া করি না। শুধু কোরেশ কেন, সমগ্র জগত যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও আমি আমার সত্য প্রচারে বিরত হব না। আমি তো ইচ্ছা করে আপনাদের দেব-দেবীর নিন্দা করি না। ইসলাম প্রচার করতে গেলেই দেব-দেবীকে মিথ্যা না বলে উপায় থাকে না। তৌহিদের অর্থই হ'ল দেব-দেবীর অস্বীকার। কাজেই বাধ্য হয়ে দেব-দেবীকে মিথ্যা বলতে হয়। আপনারা ভাবছেন, আমি আপনাদের দুশমন। কিন্তু আমিই আপনাদের মিত্র। আমার কথা শুনুন, ইসলাম কবুল করুন, আপনাদের মঙ্গল হবে।"

কোরেশরা মহানবীর (সঃ) এ কথায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা দেখল, আবু তালিবের কথায়ও 'মুহম্মদ' সত্য-প্রচারে বিরত হবে না। তারা মহানবীকে (সঃ) নানারকম ভয় দেখিয়ে চলে গেল।

এর পর কোরেশরা আরও একবার আবু তালিবের কাছে গিয়ে নালিশ করল। আবু তালিব ভাতিজাকে ডেকে বললেন ঃ

"বাবা, আমি যে ভার বইতে পারি না, তা' আমার ঘাড়ে চাপিও না।"

মহানবী (সঃ) বললেন ঃ

"চাচাজান, আপনারা সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাতেও আমি ভীত হব না। আমি আমার সত্য প্রচার করবই।"

কোরেশরা এবার চরম কথা বলে ফেলল। তারা বলল ঃ

"মুহম্মদ সাবধান! যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তোমাকে খুন করে ফেলব।"

আবু তালিব বুঝলেন, তাঁর দুর্বলতার সুযোগে কোরেশদের ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখলেন, তিনি যদি কোরেশদের এই উদ্ধত আচরণকে হজম করে যান, তবে মহানবীর (সঃ) উপর কোরেশরা চরম আঘাত হানতেও কুণ্ঠিত হবে না।

আপন ভাতিজার অকল্যাণ চিন্তা করে তিনি শিউরে উঠলেন। তিনি কোরেশদের লক্ষ্য করে অত্যন্ত রাগতঃ স্বরে বললেন ঃ

"থামো! উত্তেজিত হয়ো না। তোমরা এক সময়ে মুহম্মদকে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়েছিলে, আর আজ কেন তার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না?"

www.pathagar.com

কোরেশরা যুক্তিতে হেরে গিয়েও অনেক তর্ক করে চলে গেল।

সকলে চলে যাবার পর চাচা আবু তালিব বললেন ঃ

"তোমাকে পরিত্যাগ করব না। তোমার কাজ তুমি করে যাও।"

মহানবী (সঃ) চাচার কথায় অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন ঃ

"তবে কেন আপনি নিজে ইসলাম কবুল করছেন না? বলুন, লা-ইলাহা—"

আবু তালিব বাধা দিয়ে বললেন ঃ "থাক, থাক, সে পরে হবে খন।"

আর একদিনের ঘটনা। কোরেশরা ওমারা-বিন-অলিদ নামের এক খুবসুরত যুবককে নিয়ে আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারা বলল ঃ

"এই বিত্তবান খুবসুরত যুবকটিকে আপনি নিন। আর এর বিনিময়ে মুহম্মদকে আমাদের হাতে দিন। আমরা তাকে খুন করব।"

আবু তালিব থামিয়ে বললেন ঃ

"হুঁশিয়ার হয়ে কথা বল। আবু তালিব এত নীচ নয় যে, তুচ্ছ ধন-সম্পদের লোভে মুহম্মদকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করবে।"

কোরেশরা আরও উত্তেজিত হয়ে চলে গেল।

আবু তালিব, হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের সকলকে ডেকে এই নাজুক অবস্থার কথা জানালেন। প্রয়োজনে ভাতিজার জন্য অস্ত্রধারণ করারও তারা শপথ নিলেন।

এমনি ভয়-ভীতি ও নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়েই মহানবীর (সঃ) সত্য প্রচারের কাফেলা এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

নির্যাতনের বিভীষিকা শুরু হলো

আবু তালিবের প্রকাশ্য বিরোধিতার ফলে কোরেশরা সরাসরি মহানবীকে আক্রমণ করা থেকে বিরত রইল। কিন্তু তারা অত্যাচার ও নিপীড়নের এক নতুন পথ বের করল। তারা ঠিক করল, নবীর অনুসারীদের উপর যদি নির্যাতন করা হয়, তবে নিশ্চয়ই তারা ইসলাম ত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে আসবে। কিন্তু কোরেশরা তখনও মুসলমানদের সত্য-প্রীতি ও ঈমানী শক্তির তেজ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নয়।

মুসলমানদের সংখ্যা তখন সর্বসাকুল্যে চল্লিশের বেশী হবে না। তাদের পক্ষে কোন রাজ-শক্তি নেই। অর্থ-সম্পদেও তারা হীন। তাছাড়া মক্কার সামাজিক অবস্থা তাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। যুগ-যুগান্তের অন্ধকুসংস্কার ও মিথ্যা ধর্মের বুহক-জাল ছিন্ন করেই তাঁদের এগুতে হচ্ছে। তবুও তাদের সাহসের অভাব নেই। মৃত্যুর ভয়ে তাঁরা কেউ ভীত নন। এ এক অপূর্ব-কাহিনী।

সেই কালো মুয়াজ্জিনের কথা

হযরত বেলাল ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস। তিনি আফ্রিকার আবিসিনিয়ার লোক। সেখান থেকে তাঁকে খরিদ করে মক্কায় নিয়ে আসা হয়।

ঐ সময় মক্কায় পশু-পাখীর মতই মানুষ কেনা-বেচা হত।

হযরত বেলাল দুঃখ-নির্যাতন ও ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিয়েই মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি দেখতে ছিলেন অত্যন্ত কদাকার। তাঁর শরীরের রং ছিল কয়লার মত কালো। কিন্তু বাইরে যিনি কদাকার ছিলেন, তাঁর মন ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ। ঈমান ছিল অত্যন্ত মজবুত।

হযরত বেলাল যার খরিদা গোলাম ছিলেন, তার নাম ছিল উমাইয়া। গোলামীর তীব্র যন্ত্র তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। ঠিক সেই সময়ই তিনি সত্যের উদাত্ত আহবান শুনলেন। তিনি গোপনে ঈমান এনে মুসলমান হলেন।

মনিবের কাজের ফাঁকে ফাঁকে গোপনে তিনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল হতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহনের কথা শেষ পর্যন্ত আর গোপন

www.pathagar.com

রইল না। তার মনিব উমাইয়া ছিলেন একজন—পৌত্তলিক কাফের। সারা-দিনের কাজে হযরত বেলালের কোন ত্রুটি না পেলেও মুসলমান হওয়াটাই ছিল তাঁর জন্য মস্তবড় অপরাধ!

উমাইয়া নিজের গোলামের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বলল: "যদি ভাল চাস্ত এখনি মুহম্মদের ধর্ম ছেড়ে দে।

কিন্তু হযরত বেলাল তার মনিবের এই ধমকে মোটেই ভীত হলেন না। তিনি অবিচলিত ভাবে আল্লাহর এবাদত করে যেতে লাগলেন। এতে তার উপর অত্যাচারের মাত্রা তীব্র অধিকতর বাড়তে থাকে।

সত্যের পথে নির্ভীক—হযরত বেলাল শত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করে চললেন।

উমাইয়া শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিল। সে হযরত বেলালের গলায় দড়ি বেঁধে পশুর মত টানা-হেঁচড়া করার জন্য মক্কার দুষ্ট বালকদিগকে লেলিয়ে দিল। বালকেরা প্রতিদিন এমনি করে তাঁকে টানত। আর এ ভাবে, তাঁকে অসহ্য কষ্ট দিত। এমনি টানা-হেঁচড়া করে অর্ধচৈতন্য হযরত বেলালকে তারা সন্ধ্যায় উমাইয়ার বাড়ীতে রেখে আসত।

নির্দয় উমাইয়া প্রতি সন্ধ্যায় হযরত বেলালকে জিজ্ঞেস করত: "কেমন, এখনো মুহম্মদের ধর্ম পালন করার সাধ আছে নাকি?" হযরত বেলাল নির্ভীকভাবে জবাব দিতেন: 'জীবন থাকতে এ সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করব না।"

হাজারো অত্যাচার-নিপীড়নে ও যখন হযরত বেলালকে একটুকু বিচলিত করা গেলনা, তখন উমাইয়ার নিষ্ঠুরতা আরও বেড়ে গেল। সে আর মানুষ রইল না। হিংস্র পশুতে পরিণত হ'ল।

হযরত বেলালকে হাত-পা বেঁধে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখা হ'ত। যাতে তিনি এদিক ওদিক ফিরতে না পারেন, সে জন্য পাষণ্ডরা তাঁর নরম বুকের উপর শক্ত পাথর চাপা দিয়ে রাখত।

এই করুণ অবস্থায় নিষ্ঠুর মনিব এসে তাঁকে শাসিয়ে যেত। আর বলত:

"বেলাল, এখনও যদি ভাল চাও, তবে মুহম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর।"

www.pathagar.com

কিন্তু বেলালের একই কথা : "আহাদুন! আহাদুন। এক, সেই অদ্বিতীয় এক।"

মাঝে মাঝে হযরত বেলালকে অনাহারে রাখা হ'ত। অনাহার ক্লিষ্ট বেলালকে উমাইয়া চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দিত। কিন্তু সেই অবস্থাও হযরত বেলাল অবিচলিত, অনড় থেকেছেন। সত্যের জন্য কি নিদারুণ পরীক্ষা!

আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাজেল করলেন। হযরত আবুবকরের হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি অনেক অর্থের বিনিময়ে হযরত বেলালকে উমাইয়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। হযরত বেলালের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটল।

এ বেলালই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। তাঁর সুললিত কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে তৌহিদের বিপ্লবী বাণী।

শাহাদৎ ছিল কাম্য তাঁদের

ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে কোরেশরা ইয়াসির ও তাঁর পুত্র আম্মরকে অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত করে। ইয়াসিরের দু'টি পায়ে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি দু'টি উটের পায়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হ'ত। সেই অবস্থায়ই উট তাড়িয়ে নেয়া হত। এতে ইয়াসীরের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত। তিনি এখানেই শহীদ হন। তাঁর পুত্র আম্মরকেও পিটিয়ে অচেতন করে ফেলা হয়। তাঁর সুযোগ্য মা বিবি সুমাইয়া এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি মনে মনে এজন্য খুশী যে, তাঁর স্বামী এবং ছেলে উভয়ই আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়েছে।

বিবি সুমাইয়ার মুখে কোন বিলাপ নেই! তিনি শুধু 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ্'র' জেকের করছেন।

আবু জহল বিবি সুমাইয়াকেও বর্শাবিদ্ধ করে মেরে ফেলল। ইনিই নারীদের মধ্যে প্রথম শহীদ। নারী জাতির গৌরব।

কি অপূর্ব দৃশ্য! সত্যের জন্য কত অবলীলায় স্বামী-পুত্রসহ বিবি সুমাইয়া আত্মোৎসর্গ করলেন!

খাব্বার ছিলেন আর একজন মজলুম মুসলমান। কোরেশরা তাঁকে জলন্ত আগুনের উপর শুইয়ে রাখত। তারপর সে অবস্থায়ই তার বুকে পা দিয়ে চেপে

www.pathagar.com

রাখত। এতে হজরত খাব্বার অনেক কষ্টে বেঁচে গেলেও তাঁর পিঠে কুষ্ঠ রোগীর দাগ পড়ে গিয়েছিল।

জেন্নিরা নামক আর একজন মুসলিম নারীর উপর কোরেশরা এমন অত্যাচার করেছিল যে, তাঁর চোখ দু'টি চিরদিনের জন্য হারাতে হয়।

কিন্তু কোরেশদের এই চেষ্টায়ও কোন কাজ হ'ল না। হাসি মুখে মুসলমানরা জীবন দিতে লাগল। তবু ইসলাম ত্যাগ করল না।

মুসলমানদের একই সংকল্প :

"শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।"

তোমাদের কাছে হয়ত এ সব কথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু এ অকাট্য সত্য-ঘটনা। শাহাদাত যাঁদের কাম্য থাকে, জীবন তাঁদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এঁরাই হচ্ছেন মর্দে মুজাহিদ। সত্য-পথের নির্ভীক অভিযাত্রিক। এঁরাই যুগে যুগে সত্যের পথ রচনা করে গেছেন।

প্রথম অবস্থায়, মুসলমানদের এমন শক্তি ছিল না যে, কোরেশদের এই নির্মম অত্যাচারের মোকাবিলা করে। তাছাড়া, সত্যের বিস্তৃতির জন্য এমন নজীর বিহীন আত্মত্যাগেরও প্রয়োজন ছিল। সত্য প্রচারের জন্য এর চেয়ে বড় হাতিয়ার বুঝি আর কিছু নেই!

www.pathagar.com

এ আগুন ছড়িয়ে গেল

মক্কায় এক নতুন ধর্ম প্রচারিত হবার খবর সবখানে ছড়িয়ে পড়ছিল। মানবতার মুক্তির পয়গাম নিয়ে একজন দয়াল নবী এসেছেন, সে খবর ও তারা পেয়েছে। মক্কার কোরেশরা নতুন ধর্মের অনুসারী—মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের অনেককে শহীদ করে দিয়েছে,—সে খবরও দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য হয়ে এ-ও শুনেছে যে, সত্যের জন্য মুসলমানরা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। এ সব কথা যতই তারা ভাবত, ততই তাদের মনে এক প্রচণ্ড কৌতূহল জাগত। এও কি সম্ভব?

কিসের আশায়, কোন নেশায়, কার ইশারায় মুসলমানরা এমন পাগল হয়ে মরছিল? আর সে নবীই বা কেমন। মানুষকে আকৃষ্ট করার অতুলনীয় শক্তিই বা তিনি কোথাও পেলেন। এ-সব প্রশ্ন মক্কার বাইরেও দূর-দেশের মানুষের মুক্ত মনে প্রচণ্ড ঝড় তুলছিল। তাঁদের মন নিজেদের অজান্তেই বুঝি সত্য-পথের এ সব মজলুম মুসলমানদের জন্য কেঁদে উঠল।

নবুয়ত পাবার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে-গেছে। শংকা-ভয়-ভীতি-জুলুমের মধ্যেও মুসলমানগণ উত্তাল উজানে হাল ছাড়েনি। তাঁরা দুর্বায় শক্তি নিয়ে, তৌহিদের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু আর কতকাল নীরবে মার খাওয়া যায়?

নিজের অনুসারীদের দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতনের দৃশ্য দেখে নবীজীর মন কেঁদে উঠল। তিনি কি করবেন! আল্লাহ তখনও মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দেন নি। অথচ, কাফেরদের হাতে এভাবে মার খাওয়াও যায়না। সত্যের বাণী-বাহকরা এমনি করে যদি প্রাণ দিতে থাকে, তবে সত্যের প্রচার বাধাগ্রস্ত হবে।

মহানবী (সঃ) সকল সাহাবীদের—সাথে মিলে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন।

আপাততঃ অত্যাচারীদের নিকট থেকে দূরে সরে যাওয়াই স্থির হল। এতে একদিকে যেমন আত্মরক্ষা করা যাবে, অন্যদিকে তেমনি অন্যত্র সত্য প্রচারের তাবলিগী কাজও করা যাবে।

www.pathagar.com

এই সময় আবিসিনিয়ার (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) খৃষ্টান বাদশাহ-নাজ্জাশীর ন্যায়পরায়ণতার কথা সর্বজন বিদিত ছিল। এই দেশটির সাথে আরব জাতিদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। মহানবী (সঃ) ভাবলেন, নাজ্জাশীর দেশে উৎপীড়িত মুসলমানদের পাঠালে নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের ঠাঁই দেবেন।

প্রথম অবস্থায় তিনি দশজন পুরুষ এবং চারিজন মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় পাঠালেন। এদের মধ্যে ছিলেন ওসমান ও তাঁর স্ত্রী রোকাইয়া (নবীকন্যা), আবু হোজাইফা ও তাঁর স্ত্রী সাহলা, আবু সালমা ও তাঁর স্ত্রী উমেম-সালমা, আমর-বিন-রাবিয়া ও তাঁর স্ত্রী লায়লা প্রমুখ।

পাছে কোরেশরা এই দেশান্তরের কথা জানতে পারে, এজন্য মুসলমানরা গোপনেই সব কাজ করল। কিন্তু কোরেশরা শেষ পর্যন্ত বিষয়টি জেনে ফেলল। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলমানদের ধাওয়া করল। তাদের দুর্ভাগ্য, জেদ্দা বন্দরে তারা যখন গিয়ে পৌঁছলো, তখন আবিসিনিয়া-গামী জাহাজটি অনেক দূর চলে গেছে।

রাগে-দুঃখে জিভ কামড়াতে কামড়াতে কোরেশরা ফিরে এল। শিকার হাতছাড়া হবার ব্যর্থতা তাদেরকে আরও হিংস্র করে তুলল।

এদিকে হিজরতকারী মুসলমানরা নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে গেলেন। নাজ্জাশী তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় ইসলামের —প্রচার চালাতে লাগলেন।

এর কিছুদিন পর আরও ৮৩ জন মুসলমান নর-নারী আলীর ভাই জাফরের নেতৃত্বে আবিসিনিয়া চলে যান।

কোরেশরা দেখল, মুসলমানরা একে-একে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারা আবার পরামর্শ-সভা ডাকল। সেখানে ঠিক হল, ফেরারী আসামী রূপে তাদের সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে শায়েস্তা করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে তারা দু'জন কোরেশ প্রতিনিধিকে আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠাতে মনস্থ করল। কোরেশ প্রতিনিধি দু'জনের নাম হচ্ছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু রাবিয়া ও আমর বিন আ'স।

www.pathagar.com

কোরেশরা বাদশাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য নানারূপ উপঢৌকন নিয়ে গেল। ঐ সব ভেট্‌ দিয়ে তারা বাদশাহর সভাসদগনকে বশ করে ফেলেছিল।

বাদশাহর দরবারে গিয়ে তারা হিজরত কারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচার করে তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানাল। কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদের কথা না শুনে একতরফা রায় দিলেন না।

মুসলমানদের কাছে তিনি সব কথা শুনে কোরেশদেরকে ফিরে যাবার হুকুম দিলেন। কোরেশদের এ প্রচেষ্টাও মাঠে মারা গেল। মুসলমানগণকে বাদশাহ্‌ নির্ভয় দিলেন। সেই সুদূর আবিসিনিয়ায় ইসলামের প্রচার চলতে লাগল। সত্যের আলোক প্রভা কালো আফ্রিকার বুকে এমনি করেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ আঘাত এলো

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে অনেক আশা করে কোরেশরা গিয়েছিল। কিন্তু বাদশাহ নিজেই কোরেশদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।

আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে কোরেশদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল মহানবীর (সঃ) উপর। তারা মনে মনে ঠিক করল, যে ভাবেই হোক, এবারে নবীজীকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে।

একদিন নবীজী সাফা পর্বতের নিভৃত গুহায় বসে বসে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন, এমন সময় ক্রুদ্ধ আবুজহল সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়েই সে নানা প্রকার গালি আরম্ভ করল। হজরত নীরবে সব গালাগালি হজম করে যেতে লাগলেন। এরপর আবুজহল ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নানারূপ কিস্‌সা রটনা করতে লাগল। তবু হজরতের মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। আবুজহল আর একটু অগ্রসর হয়ে একটি পাথর উচিয়ে নবীজীর মাথায় ছুঁড়ে মারল। এতে তাঁর মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সেই রক্তে তাঁর শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। তবু তিনি আবুজহলকে কিছু বললেন না। সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে নীরবে ঘরে ফিরে এলেন। কারও কাছে তিনি একথা বললেন না।

মহানবী (সঃ) দেখেছেন, কত নির্মম অত্যাচার হয়েছে, তাঁর সাথী বেলালের উপর। তাঁর ক'জন সাথীকে কোরেশরা নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে। তবু তাঁরা এসব দুঃখ-কষ্ট থেকে পালিয়ে সত্যকে অস্বীকার করে নি। তাঁদের ঐ কষ্টের কাছে তিনি নিজের কষ্টকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে করলেন।

এই প্রথম, সত্য প্রতিষ্ঠায় মহানবীর (সঃ) পবিত্র রক্ত ঝরলো।

একজন ক্রীতদাসী আবুজহলের এই নির্মমতা দেখছিল। সে হজরতের চাচা বীর শ্রেষ্ঠ হামজার কাছে গিয়ে সে একথা বলে দিল। হামজা কিন্তু তখনও মুসলমান

www.pathagar.com

হন নি। তবু রক্তের টানে তাঁর অন্তর কেঁদে উঠল। হামজা তখন সবেমাত্র শিকার থেকে ফিরে এসেছেন। আবুজহলের ঔদ্ধত্যের কথা শুনে হামজার মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি সরাসরি আবুজহলের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

আবুজহল তখন কাবাঘরে বসে মহানবীকে (সঃ) আঘাত করার কাহিনী বলে বাহবা নিচ্ছিল। আবুজহলকে দেখে হামজা তার উপর ক্রুদ্ধ গর্জন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর হাতের ধনুক দিয়ে আবুজহলকে আঘাত করতে লাগলেন। আর সথেদে বলতে লাগলেন: "শয়তান, মুহম্মদের গায়ে হাত দিয়েছিস? জানিস না সে আমার ভাতিজা?"

আবুজহল দেখল, কাজটি সে ভাল করে নি। কারণ হামজাকে বাধা দেবে, সে সাহস কার?

আবুজহল তবু বলল: "ধর্মের জন্যই এ কাজ করেছি।"

হামজা বললেন: "ধর্মের জন্য? তবে শোন, আজ থেকে আমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলাম।" এই কথা বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!"

আবুজহল অবাক হয়ে চেয়ে রইল। সে দেখল, 'মুহম্মদের' অনিষ্ট করতে যেয়ে তাঁর সুবিধাই হয়ে গেল। এতদিন বীর শ্রেষ্ঠ হামজা কোরেশদের পক্ষে এক বিরাট শক্তি হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান হয়ে যাওয়ায় মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেল। এখন মহানবীর (সঃ) গায়ে হাত তোলা বা তাঁর ক্ষতি করা কোরেশদের জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ল।

আবুজহলের এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সাথে সাথে বেশ কিছু কোরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু আবুজহল জানত, হাশিম ও মুত্তালিব বংশের মোকাবিলা করা চাট্টিখানি কথা নয়। আবুজহলই উত্তেজিত কোরেশদের থামিয়ে দিয়ে বলল: "হামজাকে কেউ কিছু বল না। আমি সত্যিই মুহম্মদের প্রতি অন্যায় করেছি।"

কোরেশরা শত কৌশল করেও মুসলমানদের সাথে পেরে উঠছিল না। দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বেড়ে যেতে লাগল।

www.pathagar.com

উৎপীড়নেও যখন মুসলমানদের অবদমন করা যাচ্ছিল না, তখন কোরেশরা আর একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করল।

কোরেশরা একদিন তাদের এক নেতা ওৎবাকে পাঠালো মহানবীর (সঃ) কাছে। ওৎবা গিয়ে বলল ঃ

"দেখ মুহম্মদ, তুমি আমাদের পর নও, আমরাও তোমার পর নই। সব সময় আমরা তোমার ভালই চাই। তুমি বলত কি তোমার উদ্দেশ্য? তুমি কি দেশের নেতৃত্ব চাও? রাজমুকুট চাও,—ধনসম্পদ, সুন্দরী নারী? বল, যা চাও আমরা তোমাকে তাই দেব। কিন্তু দোহাই, তোমার ঐ অদ্ভুত নতুন ধর্মমত আর প্রচার করো না।

হজরত কোরেশদের এই প্রস্তাব শুনে ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ

"যদি তোমরা আমার এক হাতে চন্দ্র ও আর এক হাতে সূর্য এনে দাও, তবু আমি এই সত্য প্রচারে বিরত হ'ব না।"

তারপর মহানবী (সঃ) পবিত্র কুরআনের 'হা-মিম' সুরার নিম্নোক্ত অংশটুকু পাঠ করে ওৎবাকে শোনালেন ঃ

"হে মুহম্মদ! বল, আমিও তোমাদের মত মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আদ্বিতীয় সেই আল্লাহ। অতএব সরল পথ অনুসরণ কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং পৌত্তলিক দিগের জন্য দুঃসংবাদ।" (৪১ঃ৬)।

ওৎবার মন এই পবিত্র বাণী শুনে কেমন গলে গেল। এরপর সে আর কোন কথা বলতে পারল না। কোন এক মহাশক্তি যেন ভেতর থেকে ওৎবার বাক্‌শক্তি কেড়ে নিয়েছে। ওৎবা আর কোন কথা না বলে নীরবে চলে গেল।

কোরেশরা কিন্তু ওৎবার আগমন প্রতীক্ষায় বসে ছিল। তাদের আশা, ওৎবা তাদের জন্য সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসবে। নিশ্চয়ই 'মুহম্মদ' তাদের লোভনীয় প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

ওৎবা ফিরে আসতেই সকলেই তাকে ঘিরে ধরল। তারা বলল ঃ "কি খবর সফল হয়েছে তো!"

www.pathagar.com

ওৎবা জবাব দিল ঃ

"সত্যিই বলছি, মুহম্মদের মুখে আজ যা শুনছি, জীবনে কখনো এমন শুনিনি। এ বাণী নিশ্চয়ই আল্লাহর। তোমরা আমার কথা শোন, মুহম্মদকে যা খুশী করতে দাও তাঁকে নিয়ে আর খামোখা অনর্থ বাধিও না।"

ওৎবার—কথা শুনে কোরেশরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারা বলল ঃ "বুঝেছি, ওৎবাকেও ভূতে ধরেছে। কি ব্যাপার ওৎবা, তুমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলে নাকি ?

ওৎবা বলল ঃ "তা নয়, তবে আমার মতামত তোমাকে বললাম। এখন তোমাদের যা খুশী করতে পার।"

ওৎবা চলে গেল।

এরপরও কিন্তু কোরেশরা নিরাশ হয়ে বসে রইল না। একদিন কোরেশরা মহানবীর (সঃ) কাছে একজন দূত পাঠাল। দূত গিয়ে তাঁকে জানাল যে, কোরেশরা এক সভা ডেকেছে, সেখানে তারা আপনার সাথে দু'একটি কথা বলতে চায়। আপনি যদি যেতেন তবে ভাল হয়।

হজরত মত দিলেন এবং দূতের সাথেই কোরেশদের সে সভায় গিয়ে হাজির হলেন। কোরেশরা আগের মতই মহানবী (সঃ)-কে সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করল। অনেক প্রলোভন দেখাল।

কিন্তু মহানবীর (সঃ) সেই একই কথা। সত্যের সাথে মিথ্যার কোন আপোষ নেই। আর দুনিয়ার সম্পদের জন্য তো তাঁর কোন লোভ নেই !

কোরেশরা এবারও হতাশ হ'ল।

www.pathagar.com

অনিরুদ্ধ আগুনের ফুলকি

নদীর কল্লোল যেমন বাধা পেলে উত্তাল হয়ে ওঠে, ইসলামের প্রচারও যেন বাধার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তেমনি সম্প্রসারিত হতে লাগল। এতে কোরেশরা আরও বেসামাল হয়ে পড়ল।

তারা আবার এক সভা ডাকল। সেখানে আলোচনার বিষয় মুহাম্মদের রাসূলুল্লাহ্। কি করে তাঁকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা যায়। 'মুহম্মদের' বাড়াবাড়ি আর সহ্য করা যায় না।

কোরেশ নেতা আবুজহেল এক উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে বলল :

"তোমাদের মধ্য থেকে যে মুহম্মদের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাকে আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং একশত উট পুরস্কার দিব। কে তৈরী আছ বল।

পরবর্তীকালে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর তখনও মুসলমান হন নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের। তা'ছাড়া বীরত্বেও তাঁর খ্যাতি ছিল সারা আরবে।

ওমর আবুজহলের প্রস্তাবকে সানন্দে গ্রহণ করলেন। সভায় ওমরের সাহসের জন্য বাহবা পড়ে গেল।

ওমর নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটে চলেছেন দুজাহানের নবী মুহম্মদকে (দঃ) কতল করতে।

পথে নঈম নামের এক যুবকের সাথে তার দেখা হয়ে গেল।

ওমরের ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর ভাব দেখে নঈম জানতে চাইল, তিনি এমন ভাবে কোথায় ছুটছেন।

ওমর বললেন : "মুহম্মদের মাথা কাটতে।"

নঈম ইতিপূর্বেই গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন। ওমর কিন্তু তা জানতেন না। ওমরের ভয়ংকর সিদ্ধান্তের কথা শুনে নবী প্রেমিক নঈমের মন কেঁপে উঠল।

www.pathagar.com

নঈম ওমরকে এমন জঘন্য কাজ করতে বারণ করলেন। কিন্তু ওমরকে টলাতে পারলেন না।

নঈম ওমরের মন অন্যদিকে ফেরাবার জন্য অদূরে বিচরণরত একটি মেষ শাবককে ধরে দেবার জন্য বললেন।

ওমর ভাবলেন, এ আর এমন কি কঠিন কাজ? তুচ্ছ কাজ মনে ক'রে তিনি মেষ শাবকটিকে ধরতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না।

নঈম বললেন: "নিরীহ মেষ শাবকটিই তুমি ধরতে পারলে না? আল্লাহ্‌র বাঘকে ধরবে কেমনে?"

ওমর বুঝলেন নঈমও মুসলমান হয়েছে।

ওমর ক্রুদ্ধ গর্জনে চলে যাচ্ছিলেন। নঈমের কথায় আবার তিনি থমকে দাঁড়ালেন। নঈমের কাছেই তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা এবং তাঁর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ওমরের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তার বোনের উপর। তিনি বোনকে শায়েস্তা করার জন্য ছুটে গেলেন।

ফাতিমা ও তাঁর স্বামী সাঈদ পবিত্র কুরআনের সূরা 'তা-হা' পাঠ করছিলেন।

ওমর বাইরে থেকেই পবিত্র কুরআনের সুললিত বাণী শুনতে পেলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ফাতিমার ঘরে ঢুকলেন।

ওমরকে এভাবে দেখে ফাতিমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি কুরআনের লিখিত আয়াতগুলি শাড়ীর আঁচলে লুকিয়ে ফেললেন।

"তোমরা এতক্ষণ কি পড়ছিলে?" ওমর প্রশ্ন করলেন।

ফাতিমা ভয় বিহ্বল কণ্ঠে জবাব দিলেন: "কই, তুমি কিছু শুনতে পেয়েছ কি?"

—"ন্যাকামি রাখ, আমার বুঝি কান নেই?

ওমর রাগ আর সামলে রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন: "তোরা বুঝি মুসলমান হয়েছিস? তবে মজা দেখাচ্ছি—।"

এই বলে তিনি ফাতিমাকে মারতে লাগলেন। ফাতিমার স্বামী ছুটে এসে স্ত্রীকে রক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এতে তারা দুজনেই ওমরের প্রহারে আহত হলেন। ফাতিমা রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ওমর এতক্ষণ খেয়াল করেন নি যে, তিনি নিজের বোনকে নির্দয় ভাবে প্রহার করছিলেন। ফাতিমার শরীরে রক্তের চিহ্ন দেখে তাঁর হুঁশ এবার তিনি মার থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা সত্যিই মুহম্মদের ধর্মগ্রহণ করেছেন কিনা।

ফাতিমা এবার নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন: "হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছি। জীবন গেলেও আমরা এ ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। তোমার যা খুশী করতে পার।"

এরপর ওমরের সুর একটু নরম হয়ে গেল। তিনি পবিত্র কুরআনের পঠিত আয়াত শুনতে চাইলেন। ওমর অযু করে এলে ফাতিমা পড়লেন।

ওমর মোহাবিষ্টের মত কুরআনের সেই পবিত্র বাণী শুনছিলেন। তিনি যেন অজ্ঞাত অদৃশ্য এক আলোকের সন্ধান পেয়ে চমকে উঠলেন।

নিজের অজান্তেই তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

"আশ্‌হাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকালাহু অ আশ্‌-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"—

আমি সাক্ষ্য দিতেছি: এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই? আরও সাক্ষ্য দিতেছি; মুহম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

ওমর নবীকে কতল করতে এসে নিজেই সত্যের ফাঁদে বন্দী হয়ে গেলেন। ফাতিমার ঘরে খুশীর বান ডেকে গেল!

সাঈদকে নিয়ে ওমর ছুটে চললেন। আল্লাহ্‌র নবীর দরবারে। তিনি মাফ চাইবেন তাঁর দরবারে।

মহানবী (সঃ) আরকাম নামক এক ভক্তের ঘরে অবস্থান করছিলেন।

ওমরকে সবাই ইসলাম ও মুসলমানের এক বড় দুশমন বলেই জানতেন। আছাবাগণ ওমরকে আসতে দেখে মহানবীর (সঃ) নিরাপত্তা বিধানে যত্নবান হলেন।

মহানবী বললেন:

"ওমরকে কিছু ব'ল না! তাকে ভেতরে আসতে দাও। আমি একাই তার সম্মুখীন হব।"

www.pathagar.com

ওমর কাছে আসতেই মহানবী (সঃ) তাঁর কাপড়ের এক অংশ সজোরে আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন :

"আর কতকাল অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে ওমর ? আর কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ?"

মহানবীর (সঃ) কথা শুনে ওমরের শরীরে যেন নূরের আলোর শিখা জ্বলে উঠল।

ওমর বললেন : "যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এখন আত্ম-সমর্পণ করতে এসেছি। দয়া করে এ পাপীকে ঠাঁই দিন।"

ওমর সকলের সামনে আবার কলেমা পড়লেন।

মুসলমানগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল।

মহানবীর (সঃ) দু'চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেল অনেক।

www.pathagar.com

সামাজিক বয়কট শুরু হ'ল

ওমরের ইসলাম গ্রহনের কথা শুনে কোরেশরা একদিকে যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি নতুন ষড়যন্ত্রে যেতে উঠল।

হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহনের ফলে মুসলমানদের সাহস যেন আরও বেড়ে গেল।

গোপনেই এতদিন ইসলাম প্রচারিত হচ্ছিল। হজরত ওমর একদিন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ওমরই প্রথম বললেন যে, কাবা ঘরতো আল্লাহ্‌রই ঘর। সুতরাং সেখানে মুসলমানদের ও অধিকার রয়েছে। তিনি বললেন, মরি-বাঁচি একবার কাবাঘরে নামাজ পড়তেই হবে।

তার এ প্রস্তাবে অন্যান্য সাহাবীগনও সায় দিলেন। তাঁদের মনেও সাধ ছিল কা'বাঘরে গিয়ে নামাজ পড়বেন!

একদিন সত্যি সত্যিই মুসলমানগণ মিছিল করে কাবার পথে রওয়ানা হলেন।

এই প্রথম শান্তির কাফেলা প্রকাশ্য মিছিল করে যাত্রা শুরু করল! 'আল্লাহ আকবর' শ্লোগানে রাজ পথ মুখরিত করে সত্য পথের অভিযাত্রীদল দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কি অপূর্ব দৃশ্য!

মুসলমানদের এই মিছিলটিকে কিন্তু কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এলো না।

হজরত সকলকে নিয়ে এসে'কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে মুসলমানগর নীরবে আবার চলে গেলেন। এবারে তাঁরা কাবার মূর্তি গুলো সরালেন না। কারণ তাঁদের আর ও শক্তি চাই।

এদিকে কোরেশরা আবার পরামর্শসভা ডেকে এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

মুসলমানদেরকে তারা বয়কট করে চলার সিদ্ধান্ত নিল। বিয়ে-শাদী, চলা-ফেরা—সবই তারা বন্ধ করে দিল।

এ মর্মে তারা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি-পত্র ও সই করে নিল। চুক্তি-পত্রটি কাবা ঘরের-দরজায় টানিয়ে দিল।

www.pathagar.com

কোরেশদের শত্রুতার ভয়াবহতা দেখে মহানবীর (সঃ) চাচা আবু তালিব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর বংশের সব লোকদের ডেকে এনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, মক্কার অদূরে 'শেব' গিরি সংকটে মুসলমানরা চলে যাবে। সেখানে নিরাপত্তাও যেমন আছে, তেমনি নগর থেকে খাদ্য সরবরাহ করাও সহজ ছিল। তাছাড়া ঐ স্থানটি পূর্ব থেকেই ঐ স্থানটি বনি-হাশিম গোত্রের অধিকারে ছিল।

হজরত তাঁর সমস্ত সাহাবীদের নিয়ে 'শেব' গিরি-সংকটের পানে চললেন। সকলের চিরচেনা ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ সব কিছুই পেছনে পড়ে রইল।

এই গিরি-দুর্গে দীর্ঘ দু'টি বৎসর মুসলমানদের কাটাতে হয়েছিল। অশেষ-দুঃখ-কষ্ট ও সীমাহীন মুসিবতকে অগ্রাহ্য করে মুসলমানগণ ঈমানের—অগ্নি-পরীক্ষা দিতে লাগলেন।

মুসলমানরা যাতে 'শেব' গিরি-দুর্গে না খেয়েই মারা যায়, কোরেশরা সেজন্য কোন আয়োজনই বাদ রাখেনি। বাইরে থেকে মুসলমানরা কোন খাদ্য ও পানীয় না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা ও শুকনা চামড়া খেয়ে কোনমতে জীবন ধারণ করতে হয়ে ছিল।

তোমাদের কাছে ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু এটি নির সত্য ঘটনা।

সত্য-প্রতিষ্ঠায় মানুষ যদি দৃঢ় ও অবিচল ইচ্ছার অধিকারী হয়, তবে সকল দুঃখ-যন্ত্রনা,—এমন কি মৃত্যুকে ও হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে।

'শেব' পর্বতের জনবিরল পরিবেশে যে দুঃখ মুসলমানেরা সইল তার বুঝি কোন নজীর নেই দুনিয়ায়। কোরেশরা ভেবেছিল, হয় মুসলমানরা না খেয়ে মরে যাবে, আর না হয়—জীবন বাঁচাবার প্রয়োজনে তারা কোরেশদের সাথে আপোষ করবে। অথবা, মুসলমানদের দলে ভাঙন সৃষ্টি হবে। এত কষ্ট সইতে না পেরে সাধারণ মুসলমানরা 'মুহম্মদের' প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং কোরেশদের কাছে আশ্রয় চাইবে।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ কোরেশদের এই অতি আশাবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ধর্মের জন্য, আদর্শের জন্য,—সত্যের জন্য মানুষ এতটা ত্যাগী হতে পারে, নেতার প্রতি মানুষের এতটা অবিচলিত আনুগত্য থাকতে পারে, কোরেশরা কখনও তা

www.pathagar.com

ভাবতে পারলনা। কোরেশরা দখল, জঠর জ্বালায়, মুসলমান নারী-পুরুষ গাছের লতাপাতা খাচ্ছে, শিশুরা—মায়ের বিশীর্ণ বুকে দুধ না পেয়ে হাহাকার করছে। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানে এতটুকু কালিমা লাগতে দিলোনা তাঁরা। সীসাঢালা প্রাচীরের মতই তাঁরা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে অটল দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাদের কারো মুখে অধৈর্যের চিহ্নমাত্রও দিল না।

একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ দু'টি বছর মুসলমানদের এই নরক-যন্ত্রনা সইতে হল। আল্লাহর নিবেদিত মুসলমানরা—তাঁরই রহমতের আশায় প্রতীক্ষা করছিলেন।

এই সংকট-মূহুর্তে মহানবীর (সঃ) কাছে আল্লাহর ওহী নাজিল হল। ধৈর্যের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন, আল্লাহ তাঁদেরকে অবশ্যই বিজয়ী ও পুরস্কৃত করেন। আল্লাহর এই পবিত্র অঙ্গীকারে মুসলমানদের ঈমান আরও মজবুত হ'ল।

আল্লাহর—সাহায্য কখন কিভাবে আসে, কেউ তা জানেনা।

কোরেশদের মধ্যেও কিছু ভাল লোক ছিল। তারা ভেতরে অনুতপ্ত হচ্ছিল। মুসলমানদের প্রতি এতটা নির্দয় ব্যবহার করা ঠিক হয়নি!

'মুহম্মদ' এবং তাঁর অনুসারীরা তো তাদেরই আত্মীয়-স্বজন! আজ না হয়, তারা নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাই বলে তারা তো কারও কোন ক্ষতি করেনি। শুধু তাঁরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে। মিথ্যা দেব-দেবীর উপাসনা ছাড়তে বলছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিতে চাইছে!

মহানবীর (সঃ) সাথে যারা বন্দী জীবন-যাপন করছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের লোক। গোত্র দু'টি তেমন ছিল বন্দী, তেমনি ছিল প্রতিপত্তিশালী। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই পৌত্তলিকদের ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মনও মুসলমানদের কষ্টে বেদনা কাতর হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে তাদের সে বেদনা গুমরে মরছিল।

জোহায়ের নামক এক ব্যক্তি একদিন কাবা ঘরে বসে এ ব্যাপারে খোলা খুলি প্রতিবাদ করলেন।

তিনি বললেন:

"এ কেমন বিচার? আমরা আরামে থাকব, আর হাশিম বংশ না খেয়ে

www.pathagar.com

মারা যাবে? আমরা এমন নিষ্ঠুর কাজ সমর্থন করতে পারি না। আজই আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়ে ফেলবো।"

কিন্তু অন্যান্য কোরেশ নেতা জোহায়েরের কথার ঘোরতর প্রতিবাদ জানাল। এ নিয়ে কোরেশদের নিজেদের মধ্যেই তুমুল বাক্ বিতণ্ডা হয়ে গেল।

ঠিক ঐ সময় মহানবীর (সঃ)-পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর চাচা আবু তালিব এসে কোরেশদেরকে এক প্রস্তাব দিলেন।

তিনি বললেন ঃ

"তোমাদের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র আল্লাহর মনোনীত নয়। বিশ্বাস না হয়, গিয়ে দেখে এসো পোকায় তা, খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। এ কথা যদি সত্য না হয়, তবে মুহম্মদকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে রাজী আছি। আর যদি সত্য হয়, তবে তোমাদের শত্রুতা ত্যাগ করতে হবে।"

কোরেশগণ প্রস্তাবটি সমর্থন করল।

মোতাএম নামক এক সাহসী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপত্র খানি ছিঁড়ে আনলে দেখা গেল, একমাত্র আল্লাহর নামটি ছাড়া আর সব অংশই পোকায় কেটে ফেলেছে।

কোরেশরা এবার জব্দ হয়ে গেল।

তখন জোহায়ের ও মোতাএম প্রমুখ বীরগণ কোরেশদের সামনেই প্রতিজ্ঞাপত্র খানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

তাঁরা আর দেরী না করে 'শেব' পর্বতে গিয়ে মুসলমানদের মুক্ত করে আনলেন। দীর্ঘ দু'বছর অশেষ নির্যাতন ভোগ করে মুসলমানরা আবার আপন ঘরে ফিরে এলেন।

সত্যের একনিষ্ঠ সেবকদের কাছে অসত্যের পূজারীরা মার খেল।

www.pathagar.com

এবার স্বজন হারাবার বেদনা

নবুয়তের দশম বছরে নবীজী 'শেব' পর্বতের বন্দীদশা থেকে ফিরে এলেন। কোরেশরা যেন অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। মহানবী (সঃ) ভাবলেন,—এবার বুঝি দুর্যোগের মেঘ কেটে গেল। কালো রাতের তমসার ঘোর কেটে যেয়ে আলোর ঝলক বুঝি উঁকি ঝুকি মারল! কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই আবার দুঃসংবাদের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসল।

চাচা আবু তালিবের বয়স তখন আশি বছর পূর্ণ হয়েছে। আবু তালিবের জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে কোরেশরা নতুন আর একটি ফন্দি আঁটল।

আবু তালিবকে তারা বলল, তিনি যেন মরার আগে তাঁর ভাতিজাকে বারণ করে দিয়ে যান, 'মুহম্মদ' যেন আর তাদের ধর্মের বিরোধিতা না করে।

আবু তালিব কোরেশদের এই প্রস্তাব মহানবীকে (সঃ) শোনালেন।

মহানবী (সঃ)-র একই জবাব। সত্যের সাথে মিথ্যার কোন আপোষ হতে পারে না।

মহানবী (সঃ) বৃদ্ধ চাচাকে সত্যের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালেন। কিন্তু তিনি লোকলজ্জা ও তাঁর পৌরুষের অপমান হবে এই অজুহাতে—আর ঈমান আনলেন না। তিনি কাফের অবস্থায়ই মারা গেলেন।

আবু তালিবের মৃত্যুতে মহানবী (সঃ) দারুন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। মনে হল,—এতকাল যে বিশাল মহীরুহই তাঁকে এ দুনিয়ায় ছায়া দিয়ে রেখেছিল, সেটি হঠাৎ ঢলে পড়ল মাটিতে! আবু তালিব ইসলাম কবুল না করেও ভাতিজার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তার বুঝি তুলনা মেলা ভার!

স্নেহশীল চাচাকে হারিয়ে দুঃখ ভুলতে না ভুলতেই আর এক দুঃখের অমানিশা নেমে এল বিপদ বুঝি কখনও একা আসে না। সাথে আরও অনেক বিপদকে সে ডেকে আনে।

www.pathagar.com

এ বছরই প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি খাদিজা তাঁকে ছেড়ে মৃত্যুর পরপারে চলে গেলেন। মহানবী (সঃ) চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। আজ তাঁর ঘর শূন্য—বাহির শূন্য—শূন্য চারিধার।" সংগ্রামী জীবনের চিরসাথী বিবি খাদিজা আর নেই। ওদিকে চাচা আবু তালিবও নেই! আল্লাহর কি অপার লীলা। স্বজন-হারা বেদনায় মহানবী (সঃ)—মুষড়ে পড়লেন। তবু তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন! কারণ, মৃত্যুই তো আল্লাহ্‌রই এক অমোঘ বিধান! তাকে মেনেই নিতে হয়! শত দুঃখের মধ্যেও তিনি আল্লাহ্‌র মর্জিকে-স্বাগত জানালেন।

www.pathagar.com

তায়েফের রক্ত-তেজা প্রান্তরে

আবু তালিবের মৃত্যুতে কোরেশরা কিন্তু খুশী হ'ল। তারা ভাবল, এবার তাদের হামলা থেকে কেউ 'মুহম্মদকে' রক্ষা করতে আর এগিয়ে আসবে না।

একদিকে স্নেহশীল চাচার মৃত্যু, অন্যদিকে সুখ-দুঃখের সাথী প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি খাদিজার মৃত্যু—দুটি ঘটনাই মহানবী (সঃ) র মনে বড় রকমের দাগ কেটে ছিল। সেই শোকের আঘাত তখনও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

একদিন মহানবী (সঃ) নামাজ পড়ার জন্য সেজদাহ্ দিতে যাচ্ছিলেন—' তখন ওকাবা নামক এক পাষণ্ড তাঁর গলায় চারি দিকে ফাঁস লাগিয়ে টানতে লাগল। মহানবী (সঃ)-র শ্বাসরোধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। হজরত আবুবকর তখন ঐ পথেই কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি এই অমানুষিক কাণ্ড দেখে দ্রুত ও কাবার ষড়যন্ত্র থেকে মহানবী (সঃ)-কে উদ্ধার করেন তাঁকেও কোরেশরা বেদম মার পিট করে।

কোরেশরা প্রতি দিনই নানাভাবে মহানবীকে (সঃ) উত্যক্ত করতে লাগল। ঠাট্টা-বিদ্রুপ, গালা-গালি করা কোরেশদের অভ্যাসে পরিণত হল। মহানবী (সঃ) যে পথে আসা-যাওয়া করতেন, সে পথে কোরেশরা কাঁটা বিছিয়ে রাখত তাঁকে কষ্ট দেবার জন্য। কখন ও তারা পচা আবর্জনা নবীর জামা-কাপড় নিক্ষেপ করত।

ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মহানবীর (সঃ) রাস্তায় বের হওয়াই এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ফলে তাঁর মক্কায় থাকা বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

মহানবী (সঃ) ঠিক করলেন, তায়েফ নগরীতে চলে যাবেন। সেখানে যদি কোন সত্য-প্রেমিক তাঁকে আশ্রয় দেয়।

তায়েফ ছিল মক্কা নগরী থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত আর একটি নগরী। সেখানকার মানুষ-ও কোরেশদের মতই মূর্তি পূজা করত। তবুও তিনি অসীম সাহসে ভর করে, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা নিয়ে রওয়ানা করলেন

www.pathagar.com

তায়েফের উদ্দেশ্যে। তাঁর-সাথে রয়েছেন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহবী ও পালিত পুত্র জায়েদ।

চাট্টিখানি কথা নয়,—দীর্ঘ সত্তর মাইলপথ তা-ও দুর্গম। এতটা পথ পায়ে হেঁটেই তাঁরা চলছেন। উদ্দেশ্য সত্য-প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তায়েফ-বাসীরা ও মহানবীর (সঃ)-সাথে একই রকম নির্দয় ব্যবহার করল। নহানবী (সঃ) তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে দেখা করে সত্যের আহ্বান জানালেন। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কথা বললেন। মূর্তি পূজা করে আল্লাহর বিরাগ ভাজন না হবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পাষান হৃদয় তায়েফ বাসীদের মন গলল না। তারা নানারূপ বিদ্রূপ ও তামাশা করে মহানবী (সঃ)-কে তাড়িয়ে দিল।

এর পর তিনি নগরীর মহল্লায় মহল্লায় প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে সত্যের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দিল না। সত্যের উদাত্ত আহবান আকাশে বাতাসে আর্তনাদ তুলল।

এদিকে গোটা তায়েফ বাসীই যেন মহানবী (সঃ) ও তাঁর ক্ষুদ্র দলটির বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হয়ে উঠতে লাগল।

তারা মহানবী (সঃ) নবুয়তের দাবীকে অস্বীকার করল। মহানবী (সঃ)-কেও অবিশ্বাস করল। মহানবী (সঃ) যে পথে যাচ্ছিলেন, সে পথের দু'দিকে তারা সারিবদ্ধ ভাবে বসে রইল। তার পর পেছন দিক থেকে মহানবীর (সঃ) উপর পাথর মেরে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিল।

জায়েদ বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু মাত্র দু'টি লোক শত শত লোকের বিরুদ্ধে কি করতে পারেন? তায়েফ বাসীদের নির্মম অত্যাচারে মহানবী (সঃ) রক্তাক্ত হয়ে ক্রমে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। জায়েদও আহত হয়েছেন। তবু তিনি কোন মতে মহানবী (সঃ) কে কাঁধে তুলে নিয়ে নগরের বাইরে চলে এলেম। নগরীর বাইরে প্রাচীর বেষ্টিত একটি খেজুর বাগান ছিল। জায়েদ সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

মহানবীর (সঃ) সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গিয়েছিল। সেই রক্ত গিয়ে তাঁর জুতোয় অনেকটা আটকে ছিল। জায়েদ ধীরে ধীরে মহানবীর (সঃ) জুতো

www.pathagar.com

খুলে নিলেন। দেখা গেল, তাঁর পায়ের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়ে থেতলে গেছে। জায়েদ আর কান্না থামিয়ে রাখতে পারলেন না। তিনি কেঁদে ফেললেন।

ক্রমে মহানবীর (সঃ) হুঁশ ফিরে এল। ওজু করে অতিকষ্টে নামাজ পড়ে নিলেন।

তারপর তিনি পরওয়ার দিগারের দরবারে হাত তুলে মুনাজাত করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! মানবতার নবী, দয়াও করুনার মূর্ত প্রতীক মহানবী (সঃ) এই জুলুমের বিরুদ্ধে কোন ফরিয়াদ জানালেন না। তিনি বললেন ঃ (হে-খোদা! অবিশ্বাসীরা না বুঝে যে মহা পাপ করেছে, তার জন্য দয়া করে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিও না।"

এ মুনাজাতে তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু কোথাও জালেমদের বিরুদ্ধে কোন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়নি।

ঠিক এই মুহূর্তেই আল্লাহর ওহি নাজিল হ'ল। আল্লাহর তরফ থেকে "ধৈর্য ধারণ—চরম ধৈর্য ধারনের' নির্দেশ দেয়া হ'ল। আর বলা হ'ল ঃ— মুসলমানদের বিজয় 'নিকটবর্তী'!

পবিত্র এ আশ্বাস বাণী-পেয়ে মহানবীর (সঃ)-হৃদয়-মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি সকল যন্ত্রনা ও কষ্টের কথা ভুলে গেলেন।

www.pathagar.com

সি'রাজের অলৌকিক ঘটনা

মহানবী (সঃ) জায়েদকে সাথে নিয়ে ফিরে চললেন আবার মক্কায়। দীর্ঘ ষাট মাইল অতিক্রম করার পরে তাঁর সন্দেহ হ'ল, যে মক্কার কোরেশরা তাঁকে এত নির্যাতন করেছে, সেখানে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কোরেশ বাসীদের মনোভাব জানার জন্য তিনি মক্কায় লোক পাঠালেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি মহানবীর (সঃ) আশ্রয় দিতে রাজী আছে কিনা, তা জানার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

অনেক সন্ধানের পরে একজন রাজী হলেন। তিনি আর কেউ নন। তাঁর নাম মুতাএম। ইনিই মুসলমানদেরকে 'শেব' গিরি-সংকট থেকে উদ্ধার করে আনার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন। ইনিই কোরেশদের 'বয়কটের' প্রতিজ্ঞা-পত্রখানি ছিড়ে ফেলে ছিলেন।

মুতাএম মহানবী (সঃ)-কে মক্কা নগরীতে প্রবেশে অভয় দিলেন। সাথে সাথে আপন পুত্র ও গোত্রে অন্যান্য লোকদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত হবার নির্দেশ দিলেন। এর পর তিনি সদল বলে কাবাঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন: মুহম্মদকে আমি অভয় দিয়েছি। সাবধান, তাঁকে কেউ কিছু বলতে পারবে না।"

কোরেশরা মোতাএম-এর বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস ও পেল না।

মোতাএম কোনদিন মুসলমান হন নি। কিন্তু তবু তিনি মহানবী (সঃ) ও মুসলমানদের যে খেদমত করেছেন তুলনা হীন।

এই সময়ে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এই সময় মহানবী (সঃ) কে আল্লাহ মি'রাজ বা নভোমণ্ডল ভ্রমন করান। 'বোরাক' নামের এক অদ্ভুত আলোকময় ও ডানা বিশিষ্ট ঘোড়ার মত আকৃতির বাহনে চড়ে মহানবী (সঃ) বায়তুল মামুর পর্যন্ত এসে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন।

এখানে এ সেই তিনি স্রষ্টাও সৃষ্টিকে আরও গভীর ভাবে চিনতে পারলেন।

www.pathagar.com

এখান থেকেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে আবার জগতে ফিরে এলেন। এ সময় মহানবীর (সঃ) পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আর তারিখটি ছিল রজব মাসের ২৭।

মি'রাজের ঘটনাকে কোরেশরা মোটেই বিশ্বাস করল না। নানা প্রকার প্রমান পেয়েও তারা মহানবীকে—আল্লাহর রসুল বলে মেনে নিল না। ক্রমে ইসলামের প্রচার কাজ চালানো আর ও কঠিন হয়ে উঠল।

মক্কার কাবা ঘর তখনও আরববাসীদের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে গন্য ছিল। তবে আল্লাহ্‌র ঘরে তারা আল্লাহ্‌র এবাদত না করে দেব-দেবীর পূজা করত। প্রতি বছর হজ্জের-মওসুমে সারা দেশের লোকজন মক্কায় এসে মিলিত হ'ত।

মহানবী (সঃ) হজ্জের এই মওসুমে নানা দেশের লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু ধূর্ত কোরেশরাও বসে ছিল না। তারা মহানবীর (সঃ)-এর পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রাখত।

তারা যখন দেখল যে, মহানবী (সঃ)—সত্যের দাওয়াত দিচ্ছে, তখন তারা তাঁকে 'ভণ্ড' পাগল ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লোকদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করত।

গাঢ় আঁধারের মধ্যে ও মাঝে মাঝে আলোর দেখা মেলে। তাই ঘটল।

মক্কা নগরী থেকে বেশ কিছুটা দূরে—'আল-আকাবা' নামে এক উপত্যকা ছিল। মহানবী (সঃ) একদিন বেড়াতে বেড়াতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে দু'জন বিদেশী যাত্রী বিশ্রাম নিচ্ছে। তাঁদের পরিচয় পেয়ে তিনি জানলেন, তাঁরা মদীনার বাসিন্দা।

মহানবী (সঃ) তাঁদের কাছে সত্যের দাওয়াত পেশ করলেন। মদীনাবাসীদের অনেকেই মক্কায় নবীর আগমনের কথা নানা সূত্রে জানতে পেরেছিল শেষ-নবীর আগমনের কথাও তারা অনেকে আগে থেকে জানত।

এক্ষণে, মহানবীর (সঃ) নিজের মুখেই সেই দাওয়াত পেয়ে মদিনাবাসী ছ'জনই ইসলাম কবুল করে মুসলমান হলেন।

www.pathagar.com

এই ছ'জন মুসলমানই মদীনায় গিয়ে ক্রমে ইসলামের আলো ছড়াতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে আরও একটি বছর কেটে গেল। আবার হজের মওসুম এসে গেল।

মদীনা থেকে এবার অনেক লোক হজ্জ করতে এসেছেন। ছ'জন মুসলমানের সাথে আরও বেশ ক'জন মদীনাবাসী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মদীনার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন।

মহানবী (সঃ) সম্পর্কে তাঁদের মনে নানা কৌতুহল জেগেছিল। তাঁরা ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। মহানবী (সঃ) গোপনে সেই আকাবা উপত্যকায়ই মিলিত হলেন।

মদীনার প্রতিনিধিদের সাথে মহানবীর (সঃ) অনেক আলাপ হ'ল। শেষ পর্যন্ত মদীনাবাসীরা মহানবীর (সঃ) প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন।

এরপর মহানবী (সঃ) তাঁদেরকে বায়েত করলেন। এঁদের সংখ্যা ছিল বারো জন।

মহানবীর (সঃ) নির্দেশে তাঁরা ছ'টি শপথ বাক্য পাঠ করলেন।

এক, একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করা এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা।

দুই, ব্যাভিচার না করা।

তিন, চুরি না করা।

চার, আপন সন্তান-সন্ততিকে হত্যা না করা।

পাঁচ, কারও বিরুদ্ধে চোগলখুরী না করা।

ছয়, প্রত্যেক সৎকাজে আল্লাহর রসুলকে মেনে চলা এবং ন্যায় কাজে অবাধ্য না হওয়া।

ইতিহাসে এই ঘটনাই 'আকাবার প্রথম বাইয়াত' বলে পরিচিত। এটিই ছিল সত্য পন্থীদের প্রথম অঙ্গীকার। এর পরিধি ছোট মনে হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এই অঙ্গীকারই পরবর্তীকালে সত্য পথের একটি দুর্জয় কাফেলাকে মহাবিজয়ের তোরণে নিয়ে পৌঁছায়।

www.pathagar.com

আপন মহিমায় উজ্জ্বল সত্য

সত্য নিজেই শক্তিময়। আপন মহিমায় যে সত্য উজ্জ্বল,—তার অগ্রযাত্রাকে কোন বাতিল শক্তিই প্রতিরোধ করতে পারে না। বরং সত্যের গতি রোধ করতে এসে নিজের গতিই তার অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

আকাবার শপথের পরে মহানবী (সঃ) মোস্'আব-বিন-ওমায়ের নামক একজন ধর্মপ্রাণ সাহাবাকে তাঁর প্রতিনিধি করে মদীনায় পাঠালেন। তিনি মদীনার মুসলমানদের শিক্ষা গুরু।

মোস'আব মদীনায় এসে নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে ধর্মের নানাদিক সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মদীনার অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করতে এগিয়ে এল।

এখানেও পৌত্তলিকদের ষড়যন্ত্র ছিল। মদীনার লোকেরা ক্রমে নতুন ধর্মের দিকে ঝুঁকছে দেখে তারা প্রমাদ গুণল!

মদীনার আশ্‌হাল ও বনুজাফর গোত্রের দলপতিদ্বয় প্রথমে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে বাঁধা দিতে লাগল।

এদের একজন, উসায়েব মুসলমানদের নিবৃত্ত করতে গিয়ে নিজেই ইসলামের প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য হলেন। সা'দও ইসলামের প্রতি শত্রুতা দেখিয়েও পরে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

মদীনার দু'টি গোত্রের দুই দলপতির ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের শক্তি আরও বেড়ে গেল। মক্কায় যে বিপ্লবের পয়গাম ঠাঁই পায়নি, তা এখন মদীনায় শেকড় গাড়তে লাগল।

www.pathagar.com

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

আর ও একটি বছর কেটে গেল। আর এক হজ্জ সমাগত হ'ল।

মদীনা থেকে প্রায় ৫০০ যাত্রী হজ্জ করতে এসেছেন। এদের মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন ছিলেন মহিলা। মহিলা দু'জনের নাম যথাক্রমে নুসাইবা ও আসমা। এঁদের নাম ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা রয়েছে।

দ্বিতীয় বার মহানবী (সঃ) আকাবার উপত্যকায় গিয়ে অত্যন্ত গোপনে মদীনাবাসী মুসলমানদের সাথে মিলিত হন।

এখানে অনেক আলোচনা হ'ল। মদীনার মুসলমানরা মহানবীর (সঃ) উপর মক্কায় যে নিপীড়ন হচ্ছিল সে ব্যাপারে পূর্ব থেকে উদ্বিগ্ন ছিলেন। নতুন কোন বিপদ এসে মহানবীর (সঃ) কোন ক্ষতি করুক, মুসলমানরা তা চাইতে পারে না। তাঁরা মহানবীর (সঃ) ও মদীনায় চলে যাবার অনুরোধ জানালেন।

মক্কা থেকে আসার পথে মহানবী (সঃ) তাঁর অন্যতম চাচা আব্বাসকে সাথে এনেছিলেন। তিনি মহানবী (সঃ)-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তবে তিনিও মুসলমান হন নি।

মদীনাবাসীদের প্রস্তাব শুনে আব্বাস বললেন: "মুহম্মদকে নিয়ে যাবার পরিণতির কথা ভেবে দেখ। এতে কোরেশদের সাথে যুদ্ধও বেধে যেতে পারে। এতে তোমরা যদি পিছু হটে যাও?"

আব্বাসের কথা কারও কাছে ভাল লাগল না। তাঁরা এ ব্যাপারে মহানবীর (সঃ) মতামত জানতে চাইলেন।

মহানবী (সঃ) এবারে মদীনাবাসীদের কাছে কয়েকটি শর্ত তুলে ধরলেন।

তিনি বললেন তিনি তাঁদের সাথে মদীনায় যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি মক্কার সাথী মুসলমানদের ছেড়ে যাবেন কেমন করে? আবার তাঁদেরকে সাথে নিলেও তাঁদের আশ্রয়-খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সমস্যা ছিল। সুতরাং মদীনা বাসীরা যদি তাঁদেরকেও সে রকম সাহায্য-সহযোগিতা করে তবেই তাঁদের সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

মক্কাবাসী মুসলমান এবং স্বয়ং মহানবীর (সঃ) জন্য মদীনার মুসলমানরা জান-মাল কোরবান করে দিবার অঙ্গীকার ঘোষণা করলেন। সকলকে ভাইয়ের মত ভাল বাসবেন। প্রয়োজনে কোরেশদের সাথে লড়াই করবেন।

এরপর নবী করিম (সঃ) তাঁদের সকলকে 'বাইয়াত' করালেন। এটাই 'আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত' নামে পরিচিত। এটি ছিল অনেকটা গোপন চুক্তির মত।

এ শপথই হিজরতের ভিত্তি ভূমি তৈরী করে। পরবর্তী পর্যায়ে মহানবী (সঃ) এই পবিত্র শপথের উপর ভরসা করেই মদীনায় নিঃশঙ্ক হৃদয়ে হিজরত করতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

হিজরতের প্রস্তুতি চলতে লাগল

মহানবী (সঃ) আগে ভাগেই বেশ ক'জন সাহাবাকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোরেশরা মুসলমানদের এই দেশ ত্যাগের প্রস্তুতির কথা ও টের পেল।

সোহায়ের রুমী নামক একজন ধনবান মুসলমান ছিলেন। তিনি মহানবীর (সঃ) নির্দেশে মক্কা ছেড়ে মদীনা যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

কোরেশরা তাঁর কাছে এসে বলল যে, ব্যবসা করে এ যাবত যে অর্থ-কড়ি সংগ্রহ করেছ, তা নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না।

কোরেশদের ধারণা ছিল যে, সোহায়ের এত বিপুল ধন-সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে কোথাও যাবে না।

সোহায়ের কোরেশদের মতলব বুঝতে পারলেন। সোহায়ের বললেন যে, এই অর্থের জন্য আমার কোন মায়া নেই। রিক্ত হাতেই মদীনায় চলে যেতে চাই।

কোরেশদেরকে অবাক করে দিয়ে সত্যপ্রেমিক সোহায়েব শূন্য হাতেই মদীনা গেলেন। তাঁর পেছনে পড়ে রইল বিপুল অর্থের হাতছানি।

আবু-সালমা তাঁর স্ত্রী উম্মে-সালমাকে নিয়ে মক্কা ছেড়ে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। সাথে তাঁদের এক শিশু-পুত্র।

উম্মে-সালমার বংশের লোকেরা সবাই ছিল কাফের। তারা এসে বাধা দিল। তারা আবু-সালমাকে শাসিয়ে বলল যে, যেতে হয়, সে যেন একাই চলে যায়। তাদের মেয়েকে তারা সাথে নিয়ে যেতে দিবে না।

উম্মে-সালমার আত্মীয়রা তার হাত ধরে টেনে ধরল।

এদিকে আবু-সালমার বংশের লোকেরাও এসে হাজির। তারাও ছিল কাফের। তারা আবু-সালমাকে বলল, যেতে হয়। তুমি একাই যাও বাপু,

www.pathagar.com

আমাদের বংশের শিশু-সন্তানকে আমরা যেতে দেব না। এই বলে আবু-সালমার আত্মীয়েরাও শিশু পুত্রটিকে উম্মে-সালমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে গেল।

উম্মে-সালমা এই আকস্মিক ঘটনায় দিশেহারা। তিনি কি করবেন! তাঁরা দু'জনই ছিলেন দৃঢ় ঈমানের মুসলমান। স্বামী স্ত্রী মিলেই মহানবীর (সঃ) নির্দেশ নিয়ে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দু'দলের হৈ চৈতে সে সিদ্ধান্ত বুঝি আর পালন করা গেল না।

উম্মে-সালমা এক হাতে শিশু-পুত্রকে প্রাণ-পণে আঁকড়ে ধরেছেন। আর অন্য হাতে স্বামীর কাপড়ের অংশ ধরে রয়েছেন।

আবু-সালমা স্ত্রী ও পুত্র ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

একই পরিবারের তিনটি লোক তিন দিকে ছিটকে পড়ল। উম্মে-সালমাকে তাঁর বংশের লোকেরা জোর করে নিয়ে গেল। শিশু পুত্রটিকে নিয়ে গেল আবু-সালমার গোত্রের লোকেরা। আবু-সালমা—হতবাক, কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কিন্তু তা' ক্ষণিকের জন্য। তিনি মুহূর্তে তাঁর মন ঠিক করে নিলেন। আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি উটের পিঠে উঠে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন।

পেছনে পড়ে রইল শত-সহস্র স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমি। আর থাকল, প্রিয়তমা স্ত্রী, আপন স্নেহের পুতুল। কিন্তু সকল কান্নার কলরোল ছাপিয়ে তিনি যেন শুনতে পেলেন, মহাসত্যের—মহামিলনের ডাক।

আবু-সালমা চলে গেলেন। সত্যের জন্য কি কঠিন কোরবাণী। তিনটি প্রাণী তিন দিকে ছিটকে পড়ল। সত্যের আকর্ষণ কত দুর্বার। নবীর প্রতি কত বড় আনুগত্য।

উম্মে-সালমার স্বামীগত প্রাণ হু-হু করে কেঁদে উঠল। মাতৃ হৃদয়ও তাঁর উচ্ছল হয়ে উঠল। তিনি পাগলিনীর মত শুধু কাঁদছেন।

এমনি এক নাজুক মুহূর্তে উম্মে-সালমার কাছে এক প্রস্তাব এলো। তিনি যদি ইসলাম ত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে যান, তবে তাঁর শিশু পুত্রকে ফেরত দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

কি কঠিন পরীক্ষা! একদিকে স্নেহ, অন্যদিকে-সত্য-প্রীতি। কোনটা বড়? এ মীমাংসা কি খুব সহজ? হয়ত না। কিন্তু যোগ্য স্বামীর—সুযোগ্য স্ত্রী উম্মে-সালমা দ্বন্দ্বভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন।

দীর্ঘ একবছর পরে উম্মে-সালমার এক জন আত্মীয়ের মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল। তিনি বুকের মানিককে বুকে ফিরে পেলেন। কিন্তু আর দেরী নয়। তিনি একটি উট সংগ্রহ করে দুর্গম পথে মদীনার পথে চললেন।

মদীনায় এসে উম্মে সালমা আপন স্বামীর সাথে মিলিত হলেন। তাঁদের চোখে আনন্দের অশ্রু বান নামল। আল্লাহর দরবারে উভয়ে শোকর জানালেন।

www.pathagar.com

দেশের মায়া ছাড়তে হ'ল

কোরেশরা দেখল, তারা মুসলমানদের কোন ক্ষতি তো করতে পারলই না, উপরন্তু মুসলমানরা মদীনায় যেয়ে-আরও শক্তি-সঞ্চয় করছে। ঈর্ষায়ড় ও প্রতিশোধের আগুনে কোরেশরা জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে লাগল।

তবু তাদের সান্তনা, তাদের 'প্রধান দুশমন'—এখনও মক্কায়ই আছে। তাঁকে ঘিরেই তাদের সকল ষড়যন্ত্র আবর্তিত হতে লাগল।

মহানবী (সঃ) তখনও মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন।

কোরেশরা একদিন জরুরী সভা আহ্বান করল। এই সভায়ই তারা ঠিক করল যে' যে করেই হোক 'মুহম্মদকে' হত্যা না করে আর উপায় নেই।

কিন্তু গোল বাধল' কে এই দুঃসাহসী কাজ করবে? কোন একটি গোত্রের লোক যদি এই নৃশংস কাজ করে, তাহলে মুত্তালিব ও হাশিম গোত্রের লোকেরা চিরদিন সেই—গোত্রের সাথে শত্রুতা করে যাবে।

এরপর কোরেশরা ঠিক করল যে, প্রত্যেক গোত্র থেকেই এক একজন প্রতিনিধি ঠিক করে দেয়া হোক, তারা সবাই মিলেই হত্যার কাজ করবে।

কোরেশরা রাতের আঁধারে অতি সন্তর্পনে এসে মহানবীর (সঃ)-ঘর ঘেরাও দিয়ে রইল। উদ্দেশ্য, সকাল হবার সাথে সাথেই তারা মহানবীর (সঃ)-উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে খুন করে ফেলবে।

কিন্তু আল্লাহ ফেরেশতা জিবরাইলের মারফত কোরেশদের এই ভয়াবহ গোপন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলেন।

এদিকে মহানবী (সঃ) হজরত আলীকে ডেকে এনে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। কোরেশরা কিছুই টের পেল না।

দুঃসাহসী বীর পুরুষ হজরত আলী—একাই রয়ে গেলেন ঘরে।

রাতের আঁধার কেটে গেছে। সকাল হয়েছে। কিন্তু কোরেশরা দেখল, তাদের শিকার গা তুলছে না।

www.pathagar.com

তাদের মনে সন্দেহ জাগল। কোরেশরা সবাই ঘরে ঢুকে মহানবীর (সঃ) শয্যার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের ধারণা ছিল, শিকার পালাতে পারেনি। কিন্তু হজরত চলে যাবার পরে সেখানে যে হজরত আলী শুয়ে আছেন, তা কোরেশরা টের পায়নি।

শায়িত আলীকে দেখেই তারা বুঝল যে, মহানবী (সঃ)-ই ঘুমিয়ে আছেন। কোরেশদের কেউ কেউ ঘুমন্ত অবস্থায়ই হত্যা করতে চাইল। কিন্তু আবুজেহেল বলল, শিকার যখন মুঠোর মধ্যেই আছে, তখন একটু খেলিয়েই হত্যা করা হবে।

আবুজেহেল হেচকটানে শায়িত হজরত আলীর চাদর খানি সরিয়ে ফেলল। কোরেশদের চক্ষু স্থির। একি, মুহম্মদ কোথায়? এযে দেখছি, আলী!

তারা বুঝল, এবারও 'মুহম্মদ' তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। হজরত আলীকে পাকড়াও করে তারা মহানবীর (সঃ) হদীস জানতে চাইল। কিন্তু হজরত আলী বললেন: আমি কি তোমাদের চর নাকি?' নিজেরাই খুঁজে বের কর না?

হজরত আলী সেখানে আর না দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্য-ভরে চলে গেলেন।

মহানবী (সঃ) আগে থেকেই হজরত আবুবকরকে বলে রেখেছিলেন। তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। হজরতের আগমনে তিনি বেরিয়ে আসলেন। মহানবী (সঃ) তাঁকে নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে সওর পর্বতের গুহার দিকে এগুতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, কোরেশদের চোখ এড়িয়ে পরে এক সময় মদীনা চলে যাবেন।

ক্রুদ্ধ কোরেশরা এরপর হজরত আবু বকরের ঘরের দরজায় এসে আঘাত করতে লাগলেন। ঘরে ছিলেন তখন আসমা ও আয়শা। আসমা দরজা খুলতেই দরজার সামনে মূর্তিমান শয়তানের মত আবুজেহেলকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন।

আবুজেহেল হজরত আবুবকরের কথা জানতে চাইল। কিন্তু আসমা বললেন না।

আবুজেহেল রাগে উন্মত্ত হয়ে আসমাকে একটি চড় মেরে বেরিয়ে গেল।

কোরেশদের বুঝতে বাকী রইল না যে, 'মুহম্মদ ও আবুবকর'—উভয়ই তাদের নাগালের বাইরে।

www.pathagar.com

কোরেশরা ঘোষণা করে দিল, যে দু'জনকে জীবিত বা মৃত—যে কোন অবস্থায় ধরে দিতে পারবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।

আবুবকর মহানবী (সঃ) কে নিয়ে সওর গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কোরেশগণ তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এল। আবুবকরের মনে একটু ভয় হ'ল। তিনি বললেন ঃ

"আমরা মাত্র দু'জন, আর ওরা—।"

মহানবী (সঃ) বাধা দিয়ে বললেন ঃ "আমরা দু'জন নই। আরও একজন আমাদের সাথে আছেন।"

আবুবকর একটু লজ্জিত হলেন।

আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এই মহাবিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার করবেন। সুতরাং ভয় করার কিছু নেই।

কোরেশরাও এখানে সেখানে খুঁজতে খুঁজতে সেই সওর-গুহায় এসে পড়ল। কিন্তু তারা দেখল, গুহামুখে মাকড়সার জাল পাতা রয়েছে। একেবারে নতুন। তারা ভাবল, গুহার মধ্যে যদি কেউ থাকবে, তবে মাকড়সার জাল নিশ্চয়ই ছিঁড়ে যেত। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন এখানে কারও থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে নতুন করে মাকড়সার জাল বোনা যে সম্ভব সে ধারণাই কোরেশদের মনে এল না। তারা অন্যত্র চলে গেল।

আল্লাহ্‌র কী লীলা। তিনি ইচ্ছা করলে যে কত ক্ষুদ্র সৃষ্টি দ্বারা দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান শত্রুকে প্রতিহত করতে পারেন, এঘটনা তারই দৃষ্টান্ত।

তিন দিন তাঁরা সওর পর্বতের গুহায় কাটিয়েছেন। চতুর্থ দিন তাঁরা সেখান থেকে মুক্ত আলোর দিগন্তে বেরিয়ে আসলেন। তাঁদের সাথে আরও দু'জন সাহাবা যোগ দিলেন। দু'টি দ্রুতগামী উটেরও ব্যবস্থা করা হ'ল।

সেই উটে চড়ে চারজন লোকের এক কাফেলা মদীনার উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন।

—মক্কার আলো-হাওয়ায় লালিত পালিত ব্যক্তিগণ সত্যের তরে আজ—জন্মভূমি ছেড়ে দূর মদীনার উদ্দেশ্যে চলছেন। এই তো হিজরত,—আল্লাহ্‌র রাহে দেশ ত্যাগ।

www.pathagar.com

এদিকে একশত উট পুরস্কার পাবার আশায় বহু—কাফের মহানবীর (সঃ) সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। সুরাকা নামক জনৈক অশ্বারোহী কোরেশ—মহানবীর (সঃ) সন্ধান পেয়ে তাঁকে আক্রমণ করার জন্য সামনে এগুতে লাগল।

কিন্তু কিছুদূর এগুবার পর সুরাকার ঘোড়ার পা মাটিতে বসে গেল। ঘোড়া আর সামনে এগুতে পারল না। সুরাকার মনে ভয় হ'ল। ঘোড়া ভীষণ রকম চীৎকার করতে লাগল। সুরাকা নিজের তীর নিক্ষেপ করে দেখল—তাতেও কোন শুভ ফলের আশা করতে পারল না।

আল্লাহ্‌র রসূলকে হত্যা করতে গেলে আরও বিপদ ঘটতে পারে বলে তার মনে ভয় হ'ল। সে ভীত হয়ে পড়ল। হয়ত তার বিপদ আরও বাড়তে পারে, এই আশঙ্কায় সে চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ

"হে মক্কার যাত্রীগণ, একটু দাঁড়াও, আমি তোমাদের শত্রু নই।":

হযরত তার দিকে ফিরে তাকালেন। সুরাকা হযরতের নিকট ক্ষমা চাইল। হজরত ঘাতককে হাসিমুখে ক্ষমা করে দিলেন।

মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলে আর এক মারাত্মক বিপদ দেখা দিল।

আসলাম গোত্রের বারিদা নামক এক গোত্রপতি পুরস্কারের লোভে সত্তর জন দুর্ধর্ষ বেদুঈন সর্দার সাথে নিয়ে আগে থেকেই পথ আগলে ছিল। হজরতকে দেখে তারা একযোগে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল।

মহানবী (সঃ) তখন পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করতে লাগলেন। নবীর নিজ কণ্ঠের সুললিত সুরে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত শুনে বারিদা সাথীদের নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে আর এগুতে পারল না। মন্ত্র মুগ্ধের মত সে কালামে পাক তেলওয়াত শুনতে লাগল। তার অন্তরে কে যেন সুধা ঢেলে দিয়েছে। লোভ, হিংসা ও প্রতিশোধের আগুন নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল।

হজরত এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বারিদার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বারিদা সে জ্যোতির্ময় দৃষ্টির অমিত তেজ সহ্য করতে পারল না। সে যেন একেবারে গ'লে যাবার উপক্রম হ'ল!

বারিদা ঘোড়া থেকে নেমে নবীজীর কাছে গিয়ে করজোড়ে মাফ চাইল। সে বলল ঃ "হজরত না বুঝে আমি এই পাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।"

www.pathagar.com

বারিদাকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন। বারিদা অবশেষে তার সত্তরজন সাথী নিয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। রক্ত-মাতাল রণদুর্দম দস্যুর একটি দল কেমন করে মুসলমানদের ক্ষুদে কাফেলার সাথে এক হয়ে গেল।

বারিদাই কাফেলার আগে আগে চলতে লাগল। এখন মুসলমান কাফেলার জনসংখ্যা হ'ল চুয়াত্তর।

আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা। বারিদাকে মুসলমান বানিয়ে মুসলমানদের পক্ষে কাজে লাগাবেন বলেই বুঝি আল্লাহ্ তাকে সত্তরজন সাথী সহ মক্কা থেকে বের করে এনেছেন।

www.pathagar.com

মারহাবা, ইয়া রাসূলুল্লাহ্

মদীনার মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। তাঁরা আজ আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-কে নিজেদের মধ্যে পাবেন! যারা মহানবী (সঃ)-কে দেখেন নি, তাঁরা এক অতৃপ্ত পিয়াসা নিয়ে নূরনবীর আগমণ প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন।

মদীনার মুসলমানরা আল্লাহ্‌র নবীকে খোশ্ আমদেদ জানিয়ে বরণ করে নেবার জন্য উদগ্রীব! সমগ্র মদীনাই যেন সেই মহান অতিথির জন্য উদগ্রীব।

দূর থেকে মহানবীকে (সঃ) আসতে দেখে মুসলমানরা খোশ্ আমদেদ জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন। মহানবী (সঃ) প্রথমে মদীনার অদূরে কোবা-গ্রামের এক ছায়াসুনিবিড় স্থানে বিশ্রাম করার জন্য একটু বসলেন। সেখানে তিনি এক ভক্ত মুসলমানের ঘরে মেহমান হন।

এখানে তিনি দু'দিন থাকলেন। এরপর হজরত আলী অনেক কৌশল করে মহানবীর (সঃ) সাথে এসে মিলিত হলেন।

বাইরে কোরেশরা মহানবীর (সঃ) যতই বিরোধিতা করুক না কেন, তারা তাঁর সততা ও আমানতদারীর ব্যাপারে তাঁকেই সবচেয়ে নির্ভরশীল লোক বলে মনে করত। 'আল-আমীন' বলেই মক্কার কোরেশরা তাঁর কাছে বহু অর্থ সম্পদ ও দ্রব্য সামগ্রী গচ্ছিত রাখত। সে সব আমানতের জিনিষ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্নটিও জড়িত ছিল। তাই তিনি এই আমানতদারীর দায়িত্বটি পালনের জন্য হজরত আলীকে এক ভয়ানক বিপদের মধ্যে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর ধর্মের প্রতি কি অপরিসীম নিষ্ঠা, ঈমানের কত দৃঢ়তা এবং নেতার প্রতি কত প্রগাঢ় আনুগত্য—থাকলে মরণ সম্ভব জেনেও হজরত আলী মহানবীর (সঃ) শয্যায় শুয়ে থাকতে পারেন?

মহানবী (সঃ) কিন্তু মদীনার অদূরে এই কোবা-গ্রামে মোট বারদিন থাকলেন। এখানে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করলেন। মহানবীর (সঃ) স্ব-হস্ত নির্মিত এটিই প্রথম মসজিদ।

www.pathagar.com

এদিকে মদীনা নগরী যেন আল্লাহ্‌র নবীকে বরণ করে নেবার জন্য অভূতপূর্ব আনন্দ উল্লাসে মুখর হয়ে উঠেছে। সৃষ্টির সেরা নূরনবী রহমতুল্লিল আলামীন আসছেন। মদীনাবাসীরা আনন্দে মাতোয়ারা। নিজের অজ্ঞাতেই তাঁরা বলছে "মারহাবা, ইয়া রসূলুল্লাহ্।"

মহানবী (সঃ) বিজয়ীর বেশে চলছেন মদীনার পানে। মদীনাবাসীদের হৃদয়ের উজাড় করা ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাপড়ি দিয়ে যেন সমস্ত পথ আচ্ছাদিত।

তাঁর সাথে চলছেন সভ্য পথের মহান কাফেলা। কণ্ঠে তাঁদের "আল্লাহু আকবর"—ধ্বনি। সে বজ্রধ্বনির মহা হুংকারে বাতেলের বুকে কাঁপন জাগছে।

পথে মহানবী (সঃ) জুম্মার নামাজ আদায় করলেন। এই-ই ইসলামের প্রথম জুম্মার নামাজ। নামাজ শেষে কাফেলা আবার চলতে লাগল। মহানবীর (সঃ) চেহারা মোবারক থেকে এক অপূর্ব নূরের আলো ঠিকরে পড়ছিল।

মদীনায় এসে পৌঁছিলে মহানবী (সঃ)-কে খোশ্‌আমদেদ জানানো হয়, অযুত কণ্ঠে।

মদীনাবাসীরা একযোগে বলতে লাগল ঃ

"শান্তির রাজা এস।
আল্লাহ্‌র রসূল এস।
বেহেশতের নিয়ামত এস।
আমরা তোমায় বরণ করি।"

ঘরের আঙিনায় নারীরাও উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা মহানবীকে-পেয়ে আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল।

তারাও 'কাসিদা' গেয়ে মহানবীকে (সঃ) খোশ্‌আমদেদ জানাল।

ছোট ছোট বালক-বালিকারাও আনন্দে আত্মহারা। কে যেন তাদেরকে চুপি চুপি বলে দিয়েছে, তাদের আপনজন এসেছেন।

বালক-বালিকারা মহানবীকে (সঃ) দেখে তাঁকে ঘিরে ধরল। তারাও দফ বাজিয়ে স্বাগত সংগীত গাইতে লাগল।

বালক-বালিকাদের এই নির্দোষ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসায় নূরনবীও অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি উটের পিঠ থেকে নেমে এসে বালক-বালিকাদের আদর

www.pathagar.com

জানালেন। তাদের হাত ধরে তিনি প্রশ্ন করলেন: "তোমরা আমাকে ভালবাস?"

সকল বালক-বালিকা একসঙ্গে জবাব দিল: "নিশ্চয়ই ভালবাসি।"

মহানবী (সঃ) তাদের চিবুক ধরে বললেন: "আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।"

বালক-বালিকারা খুশীতে আত্মহারা। তারা দফ বাজিয়ে আনন্দ-উল্লাস করতে লাগল।

মহানবী (সঃ) মদীনার দিকে এগিয়ে চললেন। মহানবী (সঃ)-কে মেহমান হিসেবে পাবার জন্য মদীনার সকল মুসলমানের মনে মনেই লোভ ছিল। কেউ কেউ তা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সঃ) দেখলেন, তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে কারও ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করলে কেউ কেউ মনে কষ্ট পেতে পারে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর উট যেখানে গিয়ে নিজেই থেমে যাবে, সেখানেই তিনি থাকবেন। হ'লও তাই। সাহাবাগণও এপ্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলেন।

উটের লাগাম ছেড়ে দেয়া হ'ল। উট শহরের দক্ষিণ প্রান্তের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ঐ স্থানের কাছাকাছি ছিল বনূ নাজ্জার গোত্রের বাসস্থান। আর নিকটেই ছিল আবূ আইউব নামক একজন স্বচ্ছল মুসলমানের বাস। আবূ আইউব অত্যন্ত তাজিমের সাথে সম্মানিত মেহমানকে এগিয়ে নিয়ে আসলেন।

আবূ আইউব মহানবীকে (সঃ) তাঁর বাড়ীর নীচতলা ছেড়ে দিলেন।

দীর্ঘ তের বছরের জুলুম অত্যাচারের পর আজ যেন মহানবী (সঃ) এক পরম প্রশান্তির আমেজে প্রফুল্ল। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর অনেক সাথীকে হারিয়েছেন। হারিয়েছেন, প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি খাদিজাকে। আর হারিয়েছেন স্নেহশীল চাচা আবূ তালিবকে। তাঁদের কথা মনে করে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আজ সুখের দিনে আপনজনরা কাছে নেই।

আপন জন্মভূমি মক্কা নয়, মদীনাই তাঁর স্বদেশ হ'ল। মদীনাবাসীরা হল তাঁর ভাই। মুসলমানের জাতীয়তা ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে বিচার করা হয় না। আদর্শ ও ঈমানই হ'ল মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ণয়ের মাপকাঠি। মহানবী (সঃ) এই নতুন দিক নির্দেশও দিলেন।

www.pathagar.com

সীমাহীন ত্যাগের নজীর

একটা পুরো কাফেলা এসে পড়েছে, মদীনায়। তাদের সাথে নেই তেমন মাল-সামান। কিন্তু রয়েছে স্ত্রী-পুত্র পরিজন। এদের শুধু থাকারই সমস্যা নয়। সমস্যা আছে খাবারও।

তোমরা আগেই শুনেছ, মুসলমানরা কোন মতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছে। তাঁরা সাথে করে তেমন কিছুই আনতে পারেননি। তাছাড়া সুদূর সত্তর মাইলের দুর্গম পথ পেরিয়ে সাথে করে কিইবা আনা যায়। সুতরাং মুসলমানরা প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়ই মদীনায় এসেছেন। সুতরাং এসব মোহাজের মুসলমানদের থাকা খাওয়ার সমস্ত চাপই এসে পড়ল মদীনাবাসী মুসলমানদের উপর।

মদীনাবাসীদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি কাজ। আর মক্কাবাসীদের বেশীর ভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী। হঠাৎ করে মদীনায় এসে ব্যবসা পেতে বসাটাও চাট্টি খানি কথা নয়। ফলে, তাদের দুশ্চিন্তা হল।

কিন্তু মদীনাবাসীদের সীমাহীন ত্যাগ ও উদারতায় সে দুঃশ্চিন্তা নিমেষেই কেটে গেল। মদীনার মুসলমানগণ ইতিপূর্বে আকাবা উপত্যকায় নূর নবীকে কথা দিয়েছিলেন, মক্কার মুসলমানদেরকে তাঁরা আপন ভাইয়ের মতই-পরম যত্নে রাখবেন। এবার তাঁরা তাঁদের সেই অংগীকার পালন করতে এগিয়ে এলেন।

মদীনার মুসলমানগণ নিজেদের সহোদর ভাইয়ের মতই নিজেদের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ মোহাজের-দেরকে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। এজন্যই তাঁদের নাম হয়েছে 'আনসার—সাহায্যকারী।'

ভাইয়ে-ভাইয়ে এমন রাখীবন্ধনের নজীর জগত আর কখনও দেখেনি। চেনা নেই তেমন, জানা-শোনাও ক্ষীণ। তাছাড়া একদল হচ্ছে মক্কার লোক। আর একদল হচ্ছে সুদূর মদীনার লোক। কিন্তু তবু কী অপর্ব আত্মীয়তা।

www.pathagar.com

হৃদয়ের কী অবিচ্ছেদ্য বন্ধন! কিসের সে বন্ধন? রক্তের। না। এ বন্ধন আদর্শের, বিশ্বাসের। সবাই যে 'উম্মতে মুহম্মদীয়া!'

মহানবী (সঃ) বললেন: "প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে, তোমরা প্রত্যেকে জোড়ায় জোড়ায় ভাই বনে যাও। প্রত্যেকে অপরের মধ্য থেকে একজন ভাই বেছে নাও।"

মহানবীর (সঃ) উদাত্ত আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন। প্রত্যেক আনসার মক্কার মোহাজেরদের মধ্য থেকে একজন করে ভাই' বেছে নিলেন।

তোমরা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে, তাঁরা শুধু-মুখে-সখে 'ভাইয়ের' সম্পর্ক পাতিয়েই নীরব থাকলেন না। নিজেদের জমা-জমি, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পত্তিরও একটা অংশ মক্কার মুসলমান ভাইদের জন্য দান করে দিলেন। মৃত্যুর পরেও তারা এ সব 'ধর্মভাইকে' সম্পত্তির হিস্সা দিতে লাগলেন। অপূর্ব ত্যাগের মহিমা!

www.pathagar.com

ইসলাম রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা

ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে মসজিদ। মহানবী (সঃ) মদীনায় এসেই একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। আজকালকার মত তেমন আড়ম্বর পূর্ণ মসজিদ নয়! নিতান্ত সাদা মাটা ও জৌলুসহীন একটি ক্ষুদে মসজিদ। লম্বা একশ' হাত, পাশেও একশ' হাত। এটিই 'মসজিদুন-নবী' বা নবীর মসজিদ।

আমাদের দেশে যেমন বঙ্গভবন থেকে দেশ শাসনের সকল নির্দেশ জারী করা হয়, তেমনি মদীনার ঐ মসজিদ থেকেই দেশ শাসনের ফরমান জারী হ'ত! এই মসজিদেই বিদেশী দূতেরা এসে দেখা করত। এখানেই চুক্তি স্বাক্ষর হ'ত। এক কথায় এই মসজিদটিই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি কেন্দ্র!

মহানবীর ইমামতীতে মুসলমানগণ এই মসজিদে পাঁচবার একত্র হয়ে জামাতে নামাজ আদায় করেন। কিন্তু তখনও আজানের প্রচলন হয়নি।

বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় উপাসনায় লোকদের সমবেত করার জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করত। খৃস্টানরা ঘণ্টা ধ্বনির সাহায্যে, ইহুদীরা শিঙ্গা ধ্বনিতে এবং অগ্নি উপাসক পারশিকরা আগুন জালিয়ে তাদের লোকদের জড়ো করত।

মহানবীর (সঃ)-এর কাছে এর একটি পদ্ধতিও ভাল লাগল না। তিনি একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একত্ববাদের মূলমন্ত্র প্রচার এবং সেই আলোকে বিশ্বাসীদের এবাদতে আহ্বান করতে হবে। এ ভাবেই আজানের প্রবর্তন হ'ল। এই মসজিদ থেকে প্রথম আজান ধ্বনিত হ'ল হজরত বেলালের মধুর কণ্ঠে। হজরত বেলালই হলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

মদীনায় তিনটি শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। এক, মদীনার আদিম পৌত্তলিক—যারা কোরেশদের মতই মূর্তিপূজা করিত। দুই বিদেশী ইহুদী,—যারা জেরুজালেম থেকে এসে মদীনায় বাস করত। তিন' মুসলমান,—যারা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছেন।

www.pathagar.com

মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে আগে থেকেই কোন ঐক্য ছিল না। তারা পরস্পর ঝগড়া— বিবাদে লিপ্ত থাকত।

মদীনার ইহুদীরা ছিল শিক্ষিত ও ধনী। সেজন্য তাদের কিছুটা অহমিকাও ছিল। তাছাড়া, তারা নিজেদেরকে মূসা নবীর অধঃস্তন পুরুষ ভাবত এবং মনে করত যে, তারাই সত্য-ধর্মে আছে।

তারা মনে মনে ভেবেছিল, মহানবী (সঃ)-বুঝি তাদের 'মসিহ'। তাছাড়া হয়ত মহানবী (সঃ)-কে তারা তাদের ধর্মে টানতে পারবে। কিন্তু দিনে দিনে তারা দেখল যে, ইসলাম এক নতুন ধর্ম। আর ইসলামের নবীও তাদের 'মসিহ' নন। উপরন্তু, ইহুদীদের দেমাগ ছিল, নবী যদি আসবেনই, তবে তাদের ধর্মে না এসে বেদুঈন কোরেশদের মধ্যে আসবে কেন? এ সব ভ্রান্ত ধারণা তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করল। ফলে ইহুদীরা শুরু থেকেই মহানবী (সঃ) ও মুসলমানদের শত্রুতা করার সিদ্ধান্ত নিল।

এদিকে মহানবী (সঃ) দেখলেন, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাসস্থান মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন রচনা করতে না পারলে মদীনার কোন কল্যাণ নেই।

একদিন মহানবী (সঃ) সকল ধর্মের—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা ডাকলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তিনি একটি শান্তি-সনদ লিপিবদ্ধও করে ফেললেন। সকলেই এই সন্ধিপত্র মেনে চলবেন বলে সনদে স্বাক্ষর করলেন।

www.pathagar.com

মদীনার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা

মহানবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিরাপদে—মক্কাত্যাগ এবং মদীনায় মহানবীর (সঃ)-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেশদের মর্মপীড়া বাড়িয়ে দিল। তাছাড়া তারা স্পষ্টতঃই দেখল, মহানবী (সঃ) মদীনায় শুধু আশ্রয়ই পাননি, তিনি সেখানে একটি রাষ্ট্র রচনায়ও রতী হয়েছেন। সুতরাং এই রাষ্ট্রটি যদি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে কালক্রমে মুসলমানরা তাদের অপমান নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে পারে। এমনিই কোরেশরা ছিল, পরাজয় ও ব্যর্থতার গ্লানিতে ভারাক্রান্ত। আবার মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে তারা-নতুন করে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠল।

মদীনাবাসীদের উপরও কোরেশদের ক্ষোভ ও রাগের অন্ত ছিল না। মদীনা-বাসীরা যদি মুসলমানদের সাথে চুক্তি-না করত, আর তাদের আশ্রয় না দিত, তাহলে মুসলমানরা কোথায় যেত ?

মদীনায় এক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিল। সে ছিল খাজরাজ-গোত্রের প্রধান। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই। মহানবীর (সঃ)-মদীনায় আগমনের পূর্বে সে ছিল সেখানকার হর্তা-কর্তা। কিন্তু মহানবী (সঃ) মদীনায় গেলে মদীনার অধিকাংশ লোকই তাঁকে নেতারূপে মেনে নিল।

আবদুল্লাহ্-বিন-উবাইর মনে প্রতিহিংসা জাগল। সে দেখল, তার সহজ নেতৃত্বের পদটি মক্কা থেকে নবী করিম (সঃ) এসে দখল করে নিলেন। এটা আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই মেনে নিতে পারল না।

এদিকে কোরেশরা ও আবদুল্লাহ্-বিন-উবাইকে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য নানারূপ প্ররোচনা দিতে লাগল। আবদুল্লাহ্ কোরেশদের প্ররোচনায় সায় দিল।

ইহুদীরাও সন্ধিপত্রের শর্ত লংঘন করতে লাগল। তাদের চির বিশ্বাসঘাতক মনের কোনে অপরাধ ও ঘৃণা লুকিয়ে ছিল। এই ইহুদী জাতির লোকেরা ইতিপূর্বেও সকল নবীর সাথে একই রূপ শয়তানী আচরণ করেছে। পবিত্র কুরআনে এদেরকে 'বনি ইসরাইল' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এদেরকে 'অভিশপ্তজাতি' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

মদীনার ইহুদীরাও কোরেশদের সাথে হাত মিলালো।

আবদুল্লাহ-বিন-উবাই এবং ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবীও (সঃ) ওয়াকেবহাল ছিলেন। তাছাড়া মক্কার কোরেশদের তৎপরতার খোঁজখবরও তিনি রাখতেন। তিনি চারিদিকে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখে মনে মনে কঠিন হলেন!

কিন্তু দয়ার নবী আবার একটু শংকিতও হলেন। যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল! অহেতুক হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির মধ্যে যেয়ে কি লাভ?

এ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অহী আসল। আল্লাহ্ যুদ্ধকে "অবধারিত কর্তব্য" করে দিলেন। আর ঘোষণা করে দিলেন: "আল্লাহ্‌র পথে তাদের সংগে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। তবে সীমা লঙ্ঘন ক'র না, কারণ আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"

অন্ধকারের আবর্তে মহানবী (সঃ) এবার পথ খুঁজে পেলেন। তিনি এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মানসিক প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

কোরেশদের উস্কানি

কোরেশরা কয়েকবার মদীনার উপকণ্ঠে এসে লুটতরাজ করে পালিয়ে গেল। কোরেশদের অতর্কিত হামলা সম্পর্কে মুসলমানগণ কিছু টের পায়নি বলে এর জবাব দিতে পারেনি।

কোরেশদের এই হঠকারিতা ও গোপন অভিযান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার জন্য মহানবী (সঃ) আটজনের একটি সন্ধানী দল পাঠালেন। তাঁদের উপর হুকুম ছিল, তারা কোরেশদের গতিবিধিও যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে আসবে।

এই সন্ধানী দলটি মক্কার কাছাকাছি 'নাখলা' নামক একস্থানে এসে চারজনের এক কোরেশদলের মুখোমুখি হয়ে গেল। মক্কাবাসী কোরেশদল ভাবল, মদীনার এত কাছাকাছিই যখন মুসলমানরা এসে পড়েছে, তখন মতলব ভাল হতে পারে না ওদের। সুতরাং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল!

www.pathagar.com

মুসলমানদের রক্তও টগ-বগিয়ে উঠল। তারাও কোরেশদের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে গেল। ফলে একজন কোরেশ মুসলমানদের হাতে নিহত হ'ল। দু'জন বন্দী হ'ল। বাকী একজন কোনমতে পালিয়ে বাঁচল।

তখন ছিল পবিত্র রমজান মাস। পূর্ব থেকেই আরবে এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ-রক্তপাত হারাম ছিল।

আটজনের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ্। মহানবী (সঃ) আবদুল্লাহ্র এই কাজে খুশী হতে পারেননি। কিন্তু তার পরক্ষণেই আল্লাহ্র আয়াত নাজিল হ'ল। এই আয়াত দ্বারা আবদুল্লাহ্র কাজের সমর্থন মিলল। মহানবী (সঃ) শান্ত হলেন। তাঁর মন থেকে দুঃশ্চিন্তার কালো ছায়া কেটে গেল।

সম্মুখ যুদ্ধের সূচনা

নাখলার ঘটনায় কোরেশদের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। যুদ্ধের উপকরণ খরিদ করার জন্য বিভিন্ন দিকে থেকে তারা প্রচুর চাঁদাও পেতে লাগল।

কোরেশ নেতা আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা এবং এক হাজার উট নিয়ে সিরিয়া যাত্রা করল—যুদ্ধ সরঞ্জাম খরিদ করতে।

মহানবীর (সঃ) চাচা আব্বাস তখন ও মক্কায় ছিলেন। তিনি যে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কোরেশরা তা কিন্তু টের পায়নি।

হজরত আব্বাস কোরেশদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির সব খবর গোপনে মদীনায় নবী করিমকে (স)ঃ সরবরাহ করতেন।

মহানবী (সঃ)-ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ইতি পূর্বে মদীনার ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার একটি শর্ত এই ছিল, মদীনা যদি কখনও বাইরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই মিলে শত্রুর হামলা থেকে নগরী রক্ষা করবে।

www.pathagar.com

কিন্তু অন্যান্য জাতির লোকেরা সন্ধির এই শর্ত ভঙ্গ করে ইতি মধ্যেই মক্কার কোরেশদের সাথে গোপনে আঁতাত করে ফেলেছে। মহানবী (সঃ) তা জানতেন। ইহুদী পৌত্তলিকরা চায় যে, নবজাগ্রত মুসলিম শক্তি যেন অংকুরেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

এতসব দুর্যোগের মধ্যেও মহানবী (সঃ) এতটুকু ও বিচলিত হলেন না।

তিনি আগেই খবর পেয়েছেন যে, আবু-সুফিয়ান সিরিয়া থেকে বিপুল যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে মক্কায় ফিরে যাবে। সিরিয়া থেকে মক্কায় যেতে হলে মদীনার উপকণ্ঠ দিয়েই যেতে হ'ত। তাই মহানবী (সঃ) পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে আবু-সুফিয়ান যাতে নির্বিঘ্নে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মক্কায় পৌঁছতে না পারে' সেজন্যে পথে তাকে আক্রমন করতে হবে। তাহলে কোরেশদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিই ব্যাহত হ'য়ে যাবে।

জানবাজ মুজাহিদদের দৃপ্ত শপথ

সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর আঘাত প্রতিহত করে কামিয়াব হওয়াও যেমন একটি যুদ্ধ কৌশল, তেমনি শত্রুকে আঘাতের সুযোগ না দেওয়াও আর একটি কৌশল। প্রথমটি আত্মরক্ষা মূলক। আর দ্বিতীয়টি আক্রমণাত্মক।

আল্লাহর নবী কিন্তু এবার শেষের নীতিকেই পছন্দ করলেন। কারণ, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহসালার জানতেন যে, শত্রুকে আক্রমণ করে নাস্তনাবুদ করার মধ্যেই নিজের আত্মরক্ষা নিহিত থাকে।

আবু সুফিয়ানকে অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি আগে-ভাগেই আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে দেয়া যায়, তবে কোরেশদের যুদ্ধ সাধ মিটে যাবে। দ্বিতীয়বার তারা আর যুদ্ধ যাত্রা করতে সাহসী হবে না। অন্যদিকে আবু সুফিয়ান যদি বিপুল যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে মক্কায় গিয়ে পৌঁছে যায়, তাহ'লে কোরেশদের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। তখন কোরেশদের সাথে যুদ্ধ করতে যাওয়া খুব সহজ হবে না।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে মহানবী (সঃ) সঙ্গী সাহাবীদের থেকে মতামত নিলেন।

হজরত আবুবকরও হজরত আলী সবার আগে মহানবীর (সঃ) সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করলেন।

আর একজন সাহাবী বললেন :

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনি যেখানে খুশী চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে যাব। হজরত মূসার অনুসারীদের মত আমরা এ কথা বলব না যে, হে মূসা, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর! আমরা এখানে বসে থাকি। আমাদের কথা হচ্ছে : আল্লাহ্‌র নামে আপনি যুদ্ধে চলুন, আমরা ও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাব।"

মহানবী (সঃ) এবার মদীনার আনসারদের মতামত জানতে চাইলেন।

আনসারনেতা সাদ-বিন-মা'জ দাঁড়িয়ে বললেন :

"ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আনসারদিগের জন্য জন্যে চিন্তা করবেন না। জীবনে জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে ছায়ার মত আমরা—আপনাকে অনুসরণ করবো। আপনি আমাদের যেখানে যেতে বলবেন, সেখানে যাব, যেখানে থামতে বলবেন, সেখানে থামব। সাগরে ঝাঁপ দিতে বললে তাই করব, ডুবতে বললে তাই করব, মরতে বললে মরব।"

জানবাজ মোজাহিদদের এই দৃপ্ত শপথ দেখে মহানবী (সঃ) খুশী হলেন। তিনি পরম আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, তাঁর শিক্ষা বিফলে যায়নি।

তবু একদল মুসলমান মদীনা ছেড়ে সকলের বাইরে চলে যাওয়াটাকে সমীচিন মনে করলেন না। তাঁরা মত দিলেন যে, ঘরের শত্রুদের চক্রান্তের সুযোগ দিয়ে মদীনা অরক্ষিত রেখে বাইরে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।

মহানবী (সঃ) এই যুক্তিকে ও অগ্রাহ্য করলেন না। ঠিক হ'ল যাঁরা মদীনা প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতে চান, তারা মদীনায়ই থাকবেন। আর যারা কোরেশদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত, তাঁদের আলাদা করে একটি বাহিনী তৈরী করা হবে।

www.pathagar.com

তাই হ'ল। কিন্তু এমন দুঃসাহসী জানবাজ মুজাহিদের সংখ্যা দ'াড়াল মাত্র ৩১৩ জন। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও মান্ধাতার আমলের। সর্বসাকুল্যে অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র দু'জন। অনেক কষ্টে মুসলমানরা মাত্র ৭০টি উট সংগ্রহ করতে পারলেন।

তবু কুছ পরোয়া নেই। সত্যের সৈনিকরা শক্তির দম্ভে কখনও ভীত নয়। আল্লাহ্‌র পথে যারা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে জানে, যারা শাহাদতের বিনিময়ে সত্য-প্রতিষ্ঠা করতে জানে, তাঁদের আবার ভয় কি? শাহাদতের দুর্বার কামনাইতো তাঁদের দুর্জয় যুদ্ধাস্ত্র!

আর যারা অসত্যের পূজারী, তারা জান ও মালের মায়া কখনও ছাড়তে পারে না। মৃত্যুর বিভীষিকা তাদেরকে পদে পদে পিছু টানে। তারা যুদ্ধ করে দুনিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য। অর্থ, প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়াবার জন্য। সুতরাং যুদ্ধের ময়দানেও তারা জীবনকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে আড়াল করে রাখতে চায়। এ সব ভীতু কাপুরুষদের সংখ্যাও শক্তি কয়েকগুণ বেশী হলেই বা কি?

মহানবী (সঃ) তাঁর সুশিক্ষিত ও সুশৃংখল ক্ষুদে বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর আজ সিপাহসালারের বেশ। শিরে বাঁধা আমামা। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার শান্তির নবীর এ আর একরূপ।

এতদিন ইসলাম শুধু মারই খেয়েছে। কিন্তু আর নয়। এবার মিথ্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই।

শক্তিহীন সত্যের কি মূল্য আছে? সত্যের সাথে যদি শক্তির যোগ না হয়, তবে মিথ্যার ফুৎকারে সে সত্য-প্রদীপ অবশ্যই নিভে যাবে। আর এ জন্যেই সত্যকে শক্তিতে পরিণত করে নিতে হয়। মহানবী (সঃ) তা ভাল করেই জানতেন। আর জানতেন বলেই তিনি সত্যকে সংহত ও বিস্তৃততর প্রতিষ্ঠার জন্য আজ জেহাদের অগ্নি পরীক্ষায় ছুটে যাচ্ছেন।

ইসলাম নির্ভেজাল শান্তির ধর্ম। নিখুঁত কল্যাণের ধর্ম। কিন্তু এই শান্তিকে বিনষ্ট করতে যদি কোন জাহেলী শক্তি এগিয়ে আসে, তবে ইসলাম মহাবিদ্রোহের দুর্বার শক্তিতে ফুঁসে উঠবেই। শোষণ, বঞ্চনা আর জুলুমের জিন্দান থেকে মানবতাকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়েই ইসলামের আগমন। সুতরাং অন্যায় অসত্য

www.pathagar.com

ও জুলুম বাজীর বিরুদ্ধে ইসলামের জেহাদ চিরন্তন। এই তো ইসলাম। এই তো নবীর ফরমান!

তরবারি ছাড়া কুরআন অসম্পূর্ণ। যিনি হবেন সাচ্চা মুসলমান,—তার এক হাতে থাকবে আল-কুরআন; আর অন্যহাতে থাকবে অসত্য-বিনাশী তরবারী। এ অস্ত্র মিথ্যার বিরুদ্ধে। জালেমের বিরুদ্ধে, মজলুমের স্বপক্ষে।

মহানবী (সঃ) দু'দিন অবিশ্রান্ত পথ চলে তৃতীয় দিন বদর প্রান্তে এসে পৌঁছলেন।

বদর-গিরি উপত্যকা তিন দিক থেকে ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পূর্বদিকের পাহাড় থেকে একটি স্বচ্ছ ঝর্ণা ধারা নীচে গড়িয়ে পড়ছিল। সকলের পরামর্শ অনুযায়ী মহানবী (সঃ) সেই ঝর্ণার উৎস মুখ দখল করে শিবির স্থাপন করলেন।

মুসলমানগণ প্রতীক্ষা করছিলেন, কখন আবু সুফিয়ানের কাফেলা এসে পড়ে।

কিন্তু আবু সুফিয়ানও কম ধুরন্ধর ছিল না। সে আগে থেকেই শঙ্কিত ছিল, না জানি মদীনার মুসলমানরা তার কাফেলাকে আক্রমণ করে বসে!

সিরিয়া থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ অতিক্রম করতে লাগল। সে সন্দেহজনক ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। এক স্থানে এসে সে উটের পদ-চিহ্ন দেখতে পেল। ঐ চিহ্ন ধরে এগিয়ে কিছুদূর গিয়ে সে দেখতে পেল যে, উটের বিষ্ঠা শুকিয়ে আছে।

ধুরন্ধর আবু সুফিয়ান সেই বিষ্ঠা ধুয়ে নিল। তার মধ্য থেকে একটি খেজুরের বিচি বের হ'ল। বিচির আকৃতি ছিল খুবই ছোট। মক্কার খেজুরের বিচির চেয়ে মদীনার খেজুরের বিচি সবসময় ছোটই হয়। আবু সুফিয়ানের দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই মদীনার লোকেরা ওঁৎ পেতে আছে।

আবু সুফিয়ান এবার বদরের পথ ছেড়ে অন্য পথে মক্কা রওয়ানা হ'ল। সাথে সাথে সে একজন দূত মক্কায় পাঠিয়ে দিল। দূত গিয়ে মক্কায় খবর দিল, মক্কা থেকে সৈন্য বাহিনী গিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে উদ্ধার না করলে আবু সুফিয়ানের কাফেলা বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ, মুসলমান সৈন্যরা বদর প্রান্তরে তাঁবু ফেলেছে।

www.pathagar.com

কোরেশ দূতের এই দুঃসংবাদ মক্কাবাসী কোরেশদেরকে শঙ্কিত করে তুলল। আবুজহল বিপদ সংকেত জানিয়ে সকল কোরেশকে একত্র করলেন।

মুহূর্তে তাদের প্রায় এক হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তৈরী হয়ে গেল। এর মধ্যে একশ' অশ্বারোহী। সাতশ' উষ্ট্রারোহী। বাকীরা পদাতিক।

কোরেশ বাহিনী তীব্র বেগে বদর প্রান্তরে ছুটে যাচ্ছিল। এর মধ্যে আবু সুফিয়ানের দ্বিতীয় দূত এসে খবর দিল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছেছে। সুতরাং সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই।

এই সংবাদে কোরেশ বাহিনীর কেউ কেউ মক্কায় ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু আবুজহল প্রমুখদের মত ছিল ভিন্ন। তাদের মত ছিল, বদরের এত কাছাকাছি যখন এসে পড়েছিই তখন মুসলমানদের শায়েস্তা না করে গেলে মক্কাবাসীরা আমাদেরকে কাপুরুষ বলবে। তাছাড়া, মুসলমানদের কিই-বা এমন শক্তি?

শেষ পর্যন্ত তারা বদরের দিকেই ছুটে চলল। বদরে এসে আবুজহল কিছু কোরেশ সৈন্যকে পানি সংগ্রহের নির্দেশ দিল।

কয়েকজন কোরেশ সৈন্য পানি সংগ্রহের জন্য সেই ঝর্ণার ধারে আসতেই গোপন স্থান থেকে মুসলমান সৈন্যরা কোরেশদেরকে আক্রমণ করে বসল। হজরত হামজার হাতে কোরেশ সর্দার নিহত হ'ল। ক'জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হ'ল এবং বাকীরা পালিয়ে গেল।

কোরেশ বাহিনী এতটা কাছাকাছি এসে পড়েছে মুসলিমবাহিনী তা বুঝতে পারেনি তাদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাস সৃষ্টি হল। কোরেশ বাহিনীতেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

মুসলমানরা কিন্তু আবু সুফিয়ানের অপেক্ষাকৃত কমজোর কাফেলাটিকে আক্রমণের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল কোরেশদের এক সশস্ত্র বিপুল বাহিনী। ঈমানের এ আর এক পরীক্ষা।

মহানবী (সঃ) সাহাবীদের সাথে আবার আলোচনায় বসলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের মনোবল পুনরায় পরখ করে নেয়া। কিন্তু সাহাবীরা আগের চেয়েও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিলেন।

www.pathagar.com

শুক্রবার সকাল না হতেই বেলালের কণ্ঠে আজানের মধুর ধ্বনি শোনা গেল। মুসলমানরা কাতার বন্দী হয়ে মহানবীর (সঃ) পেছনে দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে নিলেন। নামাজের পরে মহানবী (সঃ) সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন।

মুসলমান সৈন্যগণ মহানবীর (সঃ) নির্দেশ অনুযায়ী সুবিধাজনক স্থান দেখে অবস্থান নিলেন।

কোরেশ সৈন্যরাও বূহ্য রচনা করে দাঁড়াল।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহানবী (সঃ) শিবিরের ভেতরে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হলেন।

তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করে বললেন ঃ

"হে আমার প্রভু! আমার সাথে তুমি যে ওয়াদা করেছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ্‌, এই মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিকদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে না কি? এরা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় তোমার নামের মহিমা প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে।"

মহানবী (সঃ) এই মোনাজাতের সাথে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। হজরত আবুবকর পাশেই ছিলেন। তিনি এই সমর্পিত আর্তি দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে আশ্বস্ত করলেন।

আল্লাহ্‌ ঘোষণা করলেন ঃ

"ন্যায়বানদিগকে সুসংবাদ দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বিশ্বাসীদিগের নিকট থেকে শত্রুদিগকে দূরে রাখবেন। কারণ আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদিগকে ভাল বাসেন না।"

ভক্ত-হৃদয় আশ্বস্থ হ'ল!

আবুজহল তার একজন সৈন্যকে মুসলমানদের সংখ্যা নিরূপণের দায়িত্ব দিল। সে মুসলমান বাহিনী প্রদক্ষিণ করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে খবর দিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা তিনশ'র বেশী হবে না।

আবুজহেল নিশ্চিন্ত বিজয়-গর্বে উল্লাসিত হয়ে উঠল। তার ধারণা, সামান্য সংখ্যক মুসলিম বাহিনীকে পিষে মারা খুবই সহজ হবে।

www.pathagar.com

'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা'

কোরেশ শিবির থেকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হ'ল। কোরেশদের মধ্য থেকে ওৎবা, তার ভাই শায়বা এবং পুত্র অলীদ আস্ফালন করতে লাগল।

তারা মুসলমানদেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাল। কোরেশদের আস্ফালন দেখে মুসলমান বীর দলের রক্ত টগবগিয়ে উঠল। মুহূর্তে মদীনার তিনজন আনসার মুজাহিদ কোরেশদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে চাইলেন।

মহানবী (সঃ) ভাবলেন, এদের মধ্যে কেউ যদি খোদা না করুণ শহীদ হয়ে যান, তবে শত্রুরা বলবে যে, মহানবী (সঃ) তাঁর নিকটাত্মীয় মোহাজিরদের নিরাপদ রেখে আনসারদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। ফলে, এই অনপ্রচারের দ্বারা আনসার মোহাজিরদের ভ্রাতৃসম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে।

দূরদর্শী মহানবী (সঃ) আনসারদের নিরস্ত করে আপন আত্মীয় বীরকেশরী হামজা ওবায়দা ও আলীকে পাঠালেন।

ওৎবার সাথে হামজার, শায়বার সাথে ওবায়দার এবং অলীদের সাথে আলীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হ'ল।

আলীর এক আঘাতেই অলীদের শির ছিটকে পড়ল মাটিতে। হামজার হাতেও ওৎবা শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করল। পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ওবায়দার হাতেও শায়বা নিহত হ'ল। কিন্তু শায়বার তরবারির আঘাতে তিনিও গুরুতর আহত হয়ে সেখানেই শহীদ হলেন। মুসলমানদের একজন হারাতে হ'ল। কোরেশরা হারাল তিনজন। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যের পরিমাণ ছিল ১:৩।

বদরের যুদ্ধের প্রথম শহীদ হবার গৌরব অর্জন করলেন ভাগ্যবান ওবায়দা।

কোরেশরা দেখল যে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মুসলানদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়। বরং এভাবে তাদের সকল বীরই একে একে মুসলমানদের তরবারির আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সুতরাং তারা একযোগে আক্রমণ করার কৌশল অবলম্বন করল। ভয়ানক বেগে যুদ্ধ শুরু হ'ল।

www.pathagar.com

'তোমার পতাকা যারে দাও...'

ক্রমে যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। মুসলমানগণ শাহাদতের বর্ম দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। একজন মুসলমান মুজাহিদ চার-পাঁচজন করে শত্রুসেনা নিধন করে শাহাদত বরণ করে নিচ্ছেন। কোরেশরা এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেনি। জীবনের প্রতি মমতাহীনভাবে এমন নির্লিপ্ত কোনও মানুষ হতে পারে? কোরেশরা মুসলমানদের এক অপূর্ব পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তারা আরও দেখল যে দু'জন তরুণ মুসলিম বীর মুজাহিদ অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর তাঁদের এই অসীম সাহসিকতাই যুদ্ধের মোড় ভিন্ন খাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

তরুণ বীরদের একজনের নাম মো'আজ এবং অন্য জনের নাম আবদুল্লাহ্।

আবু জহলকে হত্যা করার জন্য তরুণদ্বয় জীবন বাজি রেখে এগুচ্ছিলেন। সামনে শত্রুর ভয়াবহ ব্যূহ। কিন্তু তবু এগুতে হবে। আবুজহলের যুদ্ধ লীলা জীবনের তরে মিটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু আবুজহলকে ঘিরে রেখেছিল এক দল সশস্ত্র কোরেশ সৈন্য। তরুণ দু'টি শত্রুর সেই ব্যূহ ভেদ করে বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে আবুজহলকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। সে আঘাতে আবুজহলের একটি পা কেটে ছিটকে পড়ল। আবুজহল মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

পিতার এই দুর্গতি দেখে আবুজহলের ছেলে ইকরাম' ছুটে এল। সে অতর্কিতে এসে মো'আজকে আঘাতকে করল। মো'আজের একটি হাত ঐ আঘাতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে লাগল।

মো'আজ দেখলেন, তাঁর ছিন্ন প্রায় হাতখানি তাকে শত্রু মোকাবিলা করতে বাধা দিচ্ছে। তিনি সহসা নিজের ছিন্ন প্রায় হাতখানি নিজের পায়ের নীচে ধরে সজোরে টান দিয়ে হাতটিকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। মো'আজ এরপর এক হাতেই তরবারি চালাতে লাগলেন।

মো'আজের এই অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ্ তড়িঘড়ি সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

www.pathagar.com

আবুজহল তখনও জীবিত ছিল। আবদুল্লাহ্ আর একটি আঘাতে আবুজহলের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

আবুজহলের মৃত্যু সংবাদ শুনে কোরেশ বাহিনী হতবল হয়ে পালাতে লাগল। মুসলমানরা আরও তীব্রবেগে আক্রমণ শুরু করলেন। অনেক কোরেশ সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হ'ল। অনেকে বন্দী হ'ল।

মহানবী (সঃ) নির্দেশ দিলেন: "ওদেরকে মের না। অনেকেই অনিচ্ছায় আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছে।"

নবীর নির্দেশ সাথে সাথে পালিত হ'ল।

যুদ্ধশেষে দেখে গেল, কোরেশদের ৭০ জন সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। আর বন্দীর সংখ্যাও ৭০।

মুসলমানরা মাত্র ১৩ জন বীর মুজাহিদকে হারায়।

বদরের প্রান্তরে আবার সত্যের বিজয় পতাকা উড্ডীন হ'ল। মুক্তির পরমানন্দে মুসলমানগণ আন্দোলিত হ'ল।

ইসলাম শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে মুক্ত দিগন্তে মুক্ত বিহঙ্গের মত পাখা মেলল। এখান থেকেই ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

মুসলমানগণ দেখলেন, আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় ও অবিচল থাকতে পারলে সত্যের বিজয় মুকুট কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না।

তবে 'আল্লাহ্‌তে পূর্ণ ঈমান' আনতে হবে। অন্যথায়, পরাজয় আর গ্লানিই হবে মুসলমানদের ভাগ্য লিপি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দুঃখ করে বলেছিলেন: "আল্লাহ্‌তে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান" কবির সে জিজ্ঞাসার জবাব আজও মেলেনি। তোমরা কিশোর। আগামী দিনের নাগরিক। তোমরা সেই জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।

—বীর মুজাহিদ আবদুল্লাহ ও মো'আজের মতই তোমরা দীপ্ত ঈমানে এগিয়ে যাবে, সেই তো আমাদের কামনা।

:—সমাপ্ত—:

www.pathagar.com